অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬

এ সংখ্যায়

- 'একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়তে স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে' – রাষ্ট্রপতি
- 'ইন্টারনেট হিরো' তৈরির ঘোষণা
- বি পি'র আত্মকথা
- তথ্য-প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটিং এর শতবর্ষ
100 Years of Cubbing 1916-2016
Bangladesh Scouts

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ই-মেইল: bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ ৬০ বর্ষ ■ ১০ম সংখ্যা
■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩
■ অক্টোবর ২০১৬

সম্পাদকীয়

এ মাসেই অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউটস কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ মাসেই অনুষ্ঠিত হয় ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি। তথ্য প্রযুক্তি স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ গড়তে স্কাউটদের এ ধরনের প্রযুক্তি কলা-কৌশলনির্ভর কর্মসূচী অত্যন্ত যুগোপযোগী। আমাদের জানামতে বাংলাদেশের শহর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী স্কাউটরা অত্যন্ত সাচ্ছন্দে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে এ জোটা-জোটি কর্মসূচির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। অনেক স্কাউটই সিদ্ধ হস্তে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এভাবে এ ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতি বছরই কম্পিউটার প্রশিক্ষিত স্কাউট সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের প্রত্যাশা স্কাউটিং এর মাধ্যমেই একটি বৃহৎ সংখ্যক প্রযুক্তি নির্ভর যুব সমাজ গড়ে উঠবে।

প্রচ্ছদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলে স্কাউটসের ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রোপ্য ব্রাঘ্য প্রাপ্তদের ছবি ছাপানো হলো।

বি.পি'র বাণী

সুখ লাভের প্রকৃত পন্থা হল অপরকে সুখী করা। দুনিয়াকে যেমন পেয়েছ তার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর রেখে যেতে চেষ্টা কর। তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসবে তখন তুমি সানন্দে এই অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে যে, তুমি অন্ততঃ তোমার জীবন নষ্ট করনি এবং সাধ্যমত তা সদ্ব্যবহার করেছ। এভাবে সুখে মরতে প্রস্তুত থাক। বাল্যকাল চলে গেলেও তোমার স্কাউট শপথ আঁকড়ে থাক। স্রষ্টা এ কাজে তোমার সহায় হোন।

তোমাদের বন্ধু,
ব্যাডেন পাওয়েল

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

'একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়তে স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে' –রাষ্ট্রপতি	০৩
স্কাউট পদক পেলেন যারা...	০৫
'ইন্টারনেট হিরো' তৈরির ঘোষণা	০৬
জাপানে ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপ	০৭
প্রসঙ্গ: তৈল – মোঃ শামীমুল ইসলাম	০৮
নোবেল পুরস্কার ২০১৬	১০
স্বদেশ-বিবৃতি	১২
জানা অজানা	১৩
ভ্রমণ কাহিনী	১৪
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ছড়া-কবিতা	২৫
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৬
তথ্য-প্রযুক্তি	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
স্বাস্থ্য-কথা	২৯
স্কাউট সংবাদ	৩০
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৩৯

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী সভায় রাষ্ট্রপতি:
“একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়তে স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে”

স্কাউটসের ৪৫তম জাতীয় কাউন্সিল সভায় বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

১৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ, মঙ্গলবার, বিকেল ৩.০০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটারদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আমন্ত্রিত অতিথি, সম্মানিত কাউন্সিলর, স্কাউট ও স্কাউটার ও অভিভাবকসহ প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয় : (১) কাউন্সিল সভার কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক কার্যালীর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়; (২) বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন; (৩) বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট ও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অবহিতকরণ; (৪) বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়মের সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব অনুমোদন হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর মহামূল্যবান বক্তব্যের শুরুতে বলেন, “বাংলাদেশ স্কাউটসের আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাই”।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট উল্লেখ করেন যুববয়সীদের সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিত ও স্বীকৃত শিক্ষামূলক কার্যক্রম হচ্ছে স্কাউট আন্দোলন। ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে একজন তরুণ-তরুণীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণীদের স্কাউটিং এর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ প্রেমিক, সৎ, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রতে স্কাউটারদের আত্মনিয়োগ ও অবদানের জন্য তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

বর্তমানে স্কাউটের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। এ সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে বাংলাদেশ স্কাউটস ২০২১ সালের মধ্যে স্কাউট সংখ্যা ২১ লক্ষ তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তদুপরি জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা আশানুরূপ নয়। সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের যুবগোষ্ঠীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক স্কাউট দল গঠন করা প্রয়োজন। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও স্কাউটিংয়ে সমানভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। বর্তমানেমাত্র ১ লক্ষ ৮০ হাজার গার্ল ইন স্কাউট সদস্য রয়েছে, যা খুবই কম। বাংলাদেশ স্কাউটসকে গার্ল ইন স্কাউট এর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

কাউন্সিল সভায় উপস্থিত কাউন্সিলর ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

দীর্ঘ ০৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল সর্বস্তরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের যুবসমাজকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য স্কাউটিং একটি আদর্শ প্লাটফরম। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে স্কাউটিংয়ের আওতায় আনার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

স্কাউটিং-এর উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে। সরকার সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১২২ কোট টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা আরো বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৭০০টি স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউট সংখ্যা দুই লক্ষ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়াও প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৪র্থ পর্যায়)" শিরোনামে একটি প্রকল্প সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ প্রকল্পে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউটদল গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালু করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাই। স্কাউটিং-এর মাধ্যমে দেশের শিশু-কিশোরবৃন্দ স্বনির্ভর ও সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে উঠে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমি জেনেছি এ বছর ৩৬৫ জন স্কাউট তাদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্ট'স স্কাউটস অ্যাওয়ার্ড" ও ৩৯২ জন কাব স্কাউট সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করেছে। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই'।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন– আমি জানি, দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় স্কাউট সদস্যরা দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও শীতার্ত মানুষের সেবায় স্কাউটদের সেবাকার্যক্রম সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউট সপ্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছে। ইউএনডিপি-এর সহায়তায় দেশের সকল উপকূলীয় জেলা ও মেট্রোপলিটন শহরে একটি করে মোট ৪৭টি ডিজাস্টার রেসপন্স টিম গঠন করেছে।

বিভিন্ন সময়ে ভবন ধসে ও অগ্নিকান্ডে আহত-নিহতদের সেবাদানেও স্কাউটরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, ইপিআই কর্মসূচি, বিদ্যুৎও জ্বালানী সাশ্রয়ী হতে এবং পরিবেশ সচেতনতায় স্কাউটরা গ্রাম পর্যায়ে কাজ করে সবার প্রশংসা অর্জন করেছে।

রাষ্ট্রপতি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে স্কাউটদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। স্কাউটরাই পারবে উগ্র জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি ধর্মীয় ভাবধারার দেশে পরিণত করতে। যুবসংগঠনগুলোকে জঙ্গীবাদ বিরোধী ও আইন শৃংখলা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। একটি সুশৃংখল সমাজ গড়তে বাংলাদেশ স্কাউটস অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমসহ স্কাউটিং সম্প্রসারণে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বয়স্ক নেতাগণকে স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ " প্রদান করা হয়ে থাকে।আজ যাঁরা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হচ্ছেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। নিজ নিজ অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়ে স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণে আপনারা অনুকরণীয় আদর্শ রেখে যাবেন বলে আমি আশা করি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণের শেষ পর্যায়ে বলেন, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আত্মনির্ভরশীল ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কর্মপ্রেরণায় স্কাউট স্কাউটারদের সক্রিয় ভূমিকার জন্য উপস্থিত সকল কাউন্সিলর, স্কাউটার ও স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৫তম বার্ষিক কাউন্সিল সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ'-২০১৫ প্রাপ্ত স্কাউটারগণ।
রাষ্ট্রপতির ডান পার্শ্বে স্কাউটসের সভাপতি ও বাম পার্শ্বে প্রধান জাতীয় কমিশনার

স্কাউট পদক পেলেন যারা...

স্কাউটিংয়ে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট ৮ জন স্কাউটারকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" এবং ২০১৫ সালের জন্য ১৮ জন স্কাউটারকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন।

রৌপ্য ব্যাঘ্র প্রাপ্ত স্কাউটারগণ হলেন : (১) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি), ও চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমিসংস্কার বোর্ড (২) জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (৩) মরহুম আবুবক্কর সিদ্দিক, সাবেক সভাপতি, এক্সটেনশন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও প্রাক্তন সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৪) জনাব আখতারুজ জামান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) ও সিইও (অতিরিক্তি সচিব), ট্যুরিজম বোর্ড (৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, এলটি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (৬) জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরদার, প্রাক্তন লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, কেশবপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ (৭) আলহাজ্ব মোঃ আজিজুল ইসলাম, লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল (৮) জনাব আমিরুল হুদা, এলটি, রোভার লিডার, কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, কুড়িগ্রাম।

রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত স্কাউটারগণের নাম : (১) জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রাক্তন সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২) জনাব মনোয়ার ইসলাম, সভাপতি, স্পেশালইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (৩) জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, জাতীয় উপ কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি), বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রাক্তন সচিব (৪) জনাব মো: আরিফুজ্জামান, এলটি, জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), বাংলাদেশ স্কাউটস (৫) জনাব মোঃ মমতাজ আলী, এলটি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস (৬) জনাব মোহাম্মদ আলীএলটি, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, শরীয়তপুর জেলা (৭) জনাব এস.এম.নজরুল ইসলাম, এলটি, সিনিয়র শিক্ষক, উত্তরখান ডাঃ এ জি খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (৮) জনাব মোঃফরহাদ আলীএলটি, আঞ্চলিক উপ কমিশনার , বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল (৯) জনাব এস. এম. ওয়ালিউল্লা সিদ্দিক, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, চুয়াডাঙ্গা জেলা (১০) জনাব আলেয়া ছাইদ, এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশালঅঞ্চল (১১) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এএলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেটঅঞ্চল (১২) জনাব মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেটঅঞ্চল (১৩) জনাব মফিজুল ইসলাম সরকার, আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লাঅঞ্চল (১৪) জনাব ছালেহ আহমেদ, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, নোয়াখালী জেলা (১৫) জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বান্দরবানপার্বত্য জেলা (১৬) জনাব মোঃ শফিকুল আলম, এলটি, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল (১৭) প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এলটি, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার (১৮) জনাব মশিউর রহমান, এএলটি, জেলা নৌ স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা নৌ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

দেশব্যাপী এয়ার ও ইন্টারনেট জাম্বুরী

সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষাকারী স্কাউটদের মধ্য থেকে "ইন্টারনেট হিরো" তৈরীর ঘোষণা

বিশ্ব স্কাউট কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬ দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ৫৯তম জোটা (জাম্বুরী অন দ্যা এয়ার) ও ২০তম জোটি (জাম্বুরী অন দ্যা ইন্টারনেট)। তথ্য প্রযুক্তির কলা কৌশল সম্পর্কে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের হাতে কলমে জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও মতবিনিময় লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী জোটা, জোটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইলে ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৫৯তম জোটা (জাম্বুরী অন দ্যা এয়ার) ও ২০তম জোটির (জাম্বুরী অন দ্যা ইন্টারনেট) উদ্বোধন করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

অনুষ্ঠানে স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব মনোয়ার ইসলাম, সভাপতি, স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ-পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সাইবার প্রতারণা শিকারের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে স্কাউট সদস্যবৃন্দকে আহবান জানান। আগামী ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস ও সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষাকারী স্কাউটদের মধ্যে থেকে দেশব্যাপী 'ইন্টারনেট হিরো' তৈরি করার ঘোষণা দেন। স্কুল জীবনে স্কাউটিং করার অভিজ্ঞতা তার বর্তমান কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে প্রয়োগ করছেন বলে তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। অনলাইনের মাধ্যমে লেখা পড়ার সহায়তা নেয়া এবং মানুষের উপকার করার জন্যও স্কাউটদের প্রতি আহবান জানান তিনি। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে একটি ডিজিটাল ভাষা ল্যাব স্থাপন করার ঘোষণা দেন। পরে তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুমিল্লা ও জয়পুরহাটসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জোটা-জোটিতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের সাথে কথা বলেন।

জাম্বুরী অন দ্যা এয়ার উপলক্ষে বাংলাদেশ এমেচার রেডিও লীগের সহযোগিতায় জাতীয় সদর দফতর, শামসুল হক খান স্কুল ও কলেজ, ঢাকা, সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট; মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং সিলেট ও গোপালগঞ্জে একটি করে এমেচার রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়।

দেশের সকল জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিত এই জোটা ও জোটিতে প্রায় পনের হাজার স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। জোটা জোটি উপলক্ষে ব্যাজ তৈরী করা হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে একটি থিম সং। অংশগ্রহণকারীগণ অনলাইনের মাধ্যমে পেয়েছে জাম্বুরী সার্টিফিকেট। জাম্বুরীর সকল কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের অনলাইনে দেখার জন্য বিশেষ ওয়েভ এর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এক জেলা বা স্টেশনের অংশগ্রহণকারীগণ অন্য জেলার কার্যক্রম সরাসরি উপভোগ করে। জোটা জোটিতে অংশগ্রহণকারীগণ আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, নরওয়ে, জার্মানী, ডেনমার্ক, তাইওয়ানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার স্কাউটদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। একই সাথে আমেচার রেডিও এর মাধ্যমে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইনসহ বিশ্বেও বিভিন্ন দেশ ও বাংলাদেশের জোটা স্টেশনে উপস্থিত স্কাউটদের সাথে মতবিনিময় করে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই জাম্বুরী বিশ্বের সকল স্কাউটদেরকে একই ছাতার নীচে একত্রিত করে তাদের বন্ধনকে করেছে সুদৃঢ়। অনলাইনে বিনিময় হয়েছে অভিজ্ঞতা। প্রদর্শন করেছে নিজেদের সংস্কৃতি। তৈরী হয়েছে নতুন বন্ধুত্ব। সঞ্চিত হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির নতুন কলা কৌশল। জাম্বুরীর স্মৃতি অংশগ্রহণকারীদের তাড়িত করবে অনেকদিন এবং আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

১৬ অক্টোবর ১৬ বিকেল ৫:৩০ মিনিটে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি । সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জোটা জোটি কো অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস), জোটি কো অর্ডিনেটর জনাব ইশতিয়াক মাহমুদ, প্রাক্তন জাতীয় উপ কমিশনার. বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ মশিউর রহমান ও যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু মোতালেব খান। সমাপনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ-পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস। জোটা জোটি কো অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান তার বক্তব্য শেষে ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি এর আনুষ্ঠানিক সমাপনী ঘোষণা করলে সমাপ্তি ঘটে দুই দিন ব্যাপী অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই মিলন মেলা।

■ প্রতিবেদক: এ এইচ এম শামছুল আজাদ
উপ-পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস)
বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট-এর সদস্যগণ

জাপানে ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপ

– মোসাঃ মাহফুজা পারভীন

এপিআর ওয়ার্কশপ অন ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট ৫-৯ অক্টোবর ২০১৬ সুকুবা ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস সেন্টার, ইবারাকি, জাপান এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৬ দুপুর এ চায়না ইস্টার্ন এর একটি ফ্লাইটে ৮ জন স্কাউটার জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাত্রাপথে চায়না কুনমিং বিমানবন্দরে এ যাত্রা বিরতি শেষে ৪ অক্টোবর ভোর ৬ টায় কুনমিং চায়না থেকে সাংহাই চায়না হয়ে জাপানে যাত্রা করি।

জাপানের সময় রাত ১১ টায় হানেদা এয়ারপোর্টে স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন অব জাপানের সহকারী পরিচালক মি. শিরো কিমোটো আমাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং আমাদেরকে অ্যাকোমোডেশনে নিয়ে যান। ওয়ার্কশপ চলাকালীন আমরা সেখানেই রাত্রি যাপন করি। পরদিন (৫ অক্টোবর ২০১৬) সকালে নাস্তা শেষে অন্যান্যদের সাথে ওয়ার্কশপ ভেন্যু সুকুবা ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস সেন্টারে পৌঁছি। সেখানে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে দুপুর ২ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন অব জাপানের ইন্টারন্যাশনাল কমিশনার মি. মাসাতো মিজ্‌নো সহ জাপান স্কাউটসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপের অংশগ্রহনকারীদের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। আমারা আটজন বাংলাদেশী ২ জন করে চারটি গ্রুপে অংশগ্রহন করি। ওয়ার্কশপ চলাকালীন বিকাল ৫ টায় জাপানের প্রিন্সেস মিস কিকো অ্যাকিসিনে মিও আসেন। তিনি অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকের সাথে ব্যাক্তিগতভাবে কুশল বিনিময় করেন। ওয়ার্কশপের ২য় দিন (৬অক্টোবর ২০১৬) ন্যাশনাল স্কাউটস এর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস ভূয়সী প্রশংসা পায়। বাংলাদেশ স্কাউটসের স্কাউটারবৃন্দ সকল সেশনে বেশ মনোযোগী ছিলেন। গ্রুপ ওয়ার্ক, বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্ব, উপস্থাপনা বিষয়গুলোর কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের দুজন (মি. এবিএম জিয়াউল আহসান ও শেখ মো. হায়াত আহমেদ) কম মনযোগী ছিলেন। এ বিষয় গুলোতে বাংলাদেশ টিমের একজন মি. সাইফুল ইসলাম রবিন ভাল করেন কিন্তু তিনি কন্টিনজেন্টের সাথে সময়ানুবর্তি ছিলেননা । অন্যান্য সকলের অংশগ্রহনে ছিল স্বতঃফূর্ততা। এদিকে চারটি টিমের একটি রেসকিউ টিম। রেসকিউ টিমের সদস্যগন বাংলাদেশ স্কাউটসের মোসাঃ মাহফুজা পারভীনকে সেই টিমের টিম লিডার এর দায়িত্ব প্রদান করেন। ওয়ার্কশপে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সাইকেল, ভলর্নাবিলিটি অ্যানালাইসিস, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, ডিজাস্টার মিটিগেশন, রুল অফ ন্যাশনাল স্কাউট অর্গানাইজেশন, প্রি-ডিউরিং-পোস্ট ডিজাস্টার, কো-অর্ডিনেশন, কো-অপারেশন এবং নেটওয়ার্কিং, নিড অ্যানালাইসিস, রেইজিং এন্ড ম্যানেজিং রিসোর্স বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। গ্রুপ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে ডেভেলপিং রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাট্রেজি, ডেভেলপিং ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট অ্যাট ন্যাশনাল/লোকাল লেভেল। ন্যাশনাল স্কাউটস এর জন্য ডিআরএম টিম (স্ট্রাকচার ও রেসপন্সিবিলিটি ও করনীয়) প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীর ব্যক্তিগত অ্যাকশন প্ল্যান ও তাদের মাধ্যমে ন্যাশনালের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। ওয়ার্কশপের ৪র্থ দিন সকল অংশগ্রহনকারীদের জাপানের সুনামি এলাকা ইওয়াশাকি-তোয়ামা এরিয়া পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। একইসাথে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ওয়ার্কশপের শিক্ষাসফর সম্পন্ন করা হয়। ওয়ার্কশপের ৫ম দিন প্রত্যেকের অ্যাকশন প্ল্যান জমা নেয় এবং শেষে ওয়ার্কশপ মূল্যায়ন করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের অংশগ্রহনের প্রসংশা করা হয়। ওয়ার্কশপে সর্বমোট ১৪ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কন্টিনজেন্ট ছিল সর্বোচ্চ। জাপান স্কাউটসকে বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষে স্যুভেনির প্রদান করা হয়। জাপান স্কাউটস অংশগ্রহনকারী সকল ন্যাশনাল স্কাউটসকে ক্রেস্ট প্রদান করে।

ওয়ার্কশপ শেষে আমরা ২ দিন জাপানের সুকুবা, কানাগাওয়া ও টোকিও অবস্থান করে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি। ১২ তারিখ বিকাল ৪ টায় সকলে চায়না ইস্টার্নের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশের উদ্দ্যেশে জাপান ত্যাগ করি। জাপানের নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চায়নার সাংহাই, কুনমিং হয়ে ১৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই। অংশগ্রহণকারী সকলে সুস্থ ও সুন্দরভাবে নিজ নিজ বাসায় পৌছেছেন।

■ প্রতিবেদক: উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রসঙ্গ : তৈল

– মোঃ শামীমুল ইসলাম

তিলে তৈল আছে, তিল থেকে তৈল হয় এ ধরণের বাক্যের সাথে আমরা সবাই কমবেশী পরিচিত। আমি উল্লিখিত বাক্যসমূহ শিখেছি মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে ৭ম কিংবা ৮ম শ্রেণীতে যখন পড়ি। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় বাংলা ব্যাকরণ বিশেষ করে কারক বিভক্তি পড়ার সময় তিলে তৈল আছে, তিল থেকে তৈল হয়, নিজ হাতে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিল এ সকল বাক্য যে বারবার পড়েছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের বাংলা স্যার খুব সহজ ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতেন। তাঁর ক্লাস নেয়ার কৌশল আমার আজও স্মৃতির পাতায় অম্লান। অন্যান্য শিক্ষকেরাও পড়াতেন খুব আন্তরিকভাবে। তবে কোন কোন স্যারের বেতের আঘাতের কথা মনে নেই বললে ভুল হবে। তাঁরা যেমন পড়াতেন তেমন শাসনও করতেন। আদর সোহাগেও তাঁদের কার্পন্য ছিলনা কোনদিন এতটুকুও। যা হোক আজকের প্রসঙ্গ অবশ্য স্কুল জীবনের শিক্ষকদের স্মৃতিচারণ নিয়ে নয়। প্রসঙ্গ তৈল।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ বা চর্বি তরল অবস্থায় থাকলে তাকে তেল বলা হয়। তেলের সাধু শব্দ রূপ হচ্ছে তৈল। তবে অনেকের ধারণা তেলের বিকৃত রূপ বা মুন্সিয়ানা নাম হচ্ছে তৈল। আসলে তা নয়। তেলকে তৈল বলতে কেউ কেউ একটু বেশিই পছন্দ করেন। তবে যে যাই বলুক না কেন তেল বা তৈল আসলে একই পদার্থ।

মানুষ ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আর খাদ্যের যে ৬টি প্রধান উপাদান রয়েছে তাঁর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তৈল। শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধসহ আরও অনেক কাজ করে তৈল। মানব দেহের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড তৈল থেকে উৎপন্ন হয়। একজন মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য শক্তির কমপক্ষে ১৫ ভাগ তৈল থেকে আসা উচিত বলে পুষ্টিবিদগণ মনে করেন। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও অনেক খাবার রয়েছে যেখান থেকে আমরা অদৃশ্য তেল পেয়ে থাকি। যেমন ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, পনির ইত্যাদি। ছোট শিশুদের গায়ে কিছুটা তেল মেখে অল্প কিছু সময় রোদে রাখার জন্যও মাঝে মাঝে ডাক্তারদের পরামর্শ প্রদান করতে দেখা যায়।

শুধু খাদ্য হিসেবেই যে তৈল ব্যবহৃত হচ্ছে তা একেবারেই না। আধুনিক সভ্য জগত একমুহূর্তও তৈল ছাড়া চলতে পারে না। যানবাহন, কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ঔষধ তৈরি ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হয় তৈল। পৃথিবীর অনেক দেশ তৈল সমৃদ্ধ। তাদের খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিশাল তৈল ভান্ডার। এ সকল খনি থেকে তৈল উত্তোলন ও রপ্তানী করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে সচল রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে। অনেক দেশ আবার কৃষি ফসল হিসেবে তৈল বীজ চাষ করে অনেক দেশ সভ্যতা গড়তে অবদান রাখছে। যে দেশ যতবেশি জ্বালানী তেল উৎপাদন করছে সে দেশ ততবেশি সমৃদ্ধ। তেলের বিশ্ব জুড়ে কদর রয়েছে বলেই তেল নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিও রয়েছে। আমাদের দেশে অবশ্য রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস যানবাহনে ব্যবহার করে তেলের উপর নির্ভরশীলতা কিছুটা কমানো হয়েছে। তেল নিয়ে হয়তো স্বার্থ হাসিল করা যায়। সে জন্যই হয়তো বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলেও আমাদের দেশে তেমন দাম কমার প্রবনতা চোখে পড়ে না। তবে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়ালে দেশের ভেতরে দাম বাড়াতে আমাদের কাল বিলম্ব হয়না এ কথা খুব জোর দিয়েই বলা যেতে পারে।

আমরা খাদ্য তৈরিতে যে তেল ব্যবহার করে থাকি তা ভোজ্য তেল হিসেবে পরিচিত। ভোজ্য তেলের অধিকাংশই আমাদের দেশের কৃষকেরা তৈল বীজ ফসল হিসেবে উৎপাদন করে থাকে। তন্মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, সয়াবিন, চীনা বাদাম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মালয়েশিয়া থেকে আমদানীকৃত পাম ওয়েল আমাদের দেশে ভোজ্য তেলের বিরাট একটা অংশ দখল করে আছে। সম্প্রতি সূর্যমূখী ফুল থেকেও তৈল উৎপাদন শুরু হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈল বীজ হিসেবে সূর্যমূখী চাষ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে 'কিরণী' নামে সূর্যমূখীর একটি অনুমোদিত জাত রয়েছে। সরিষারও বিভিন্ন জাত রয়েছে। যেমন, দেশি সরিষা, রাই সরিষা ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সরিষার বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করেছে। এ সকল জাত বারি সরিষা নামে পরিচিত। সাধারণত আমাদের দেশের ক্রেতাগণ ঝাঝালো গন্ধ যাচাই করে সরিষার তেলের বিশুদ্ধতা নিরুপণ করে থাকেন। তবে তেলের বিশুদ্ধতা যাচাই করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও রয়েছে।

উল্লিখিত তৈলবীজের তেল ছাড়াও আমাদের দেশে আরও কিছু তেলের কথা এবং এর ব্যবহার রয়েছে। আগের দিনে গ্রামে-গঞ্জে ঔষধ হিসেবে সরিষার তেল ব্যবহার করতে দেখা যেত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে হাতে পায়ে ব্যাথা পেলে বা পায়ের জোড়ায় মচকে গেলে লবন আর সরিষার তেল মিশিয়ে ব্যথা যুক্ত স্থানে মালিশ করলে ব্যাথা উপশম হত। তবে এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। সম্প্রতি চালের খোসা (কুড়া) থেকে তেল উৎপাদনের কথা শোনা যাচ্ছে। আমি একবার গ্রামের এক হাটে দেখেছি জোকের তেল ঔষধ হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া তেলে কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে সুগন্ধি হিসেবে তেলকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। খাদ্যের সাথে বিশেষ করে রসনা বিলাসে তেলের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ভর্তা এবং আচার তৈরিতে সরিষার তেল তো হতেই হবে। তবে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য নারিকেল তেল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে গরু, মহিষ কিংবা খাসীর মাংসের সাথে যে

চর্বি বা তৈল থাকে অনেকেই তা পরিহার করে থাকেন। যেমন পরিহার করেন ডিমের কুসুম। তবে মাছের তেল খাওয়াতে তেমন বাধা নেই। খাওয়ার সময় ইলিশ মাছ ও একটু ইলিশ মাছের তেল না হলেকি রসনা বিলাসে পূর্ণতা পায় ? রাধুনিরা বলেন ইলিশ মাছ ভাজলে নাকি মাছের ভেতর থেকেই তেল উঠে আসে আর এর গন্ধ সাত বাড়ী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। ইলিশ মাছের মাঝের অংশ যাকে পেটি বলে তা ভাজা খাওয়ার কথা শুনলে জিহবাতে পানি আসেনা এমন লোকের সংখ্যা কম। তবে সরিষা ইলিশের কথা ও না বললে নয়। যা হোক গ্রামে গঞ্জে ইলিশকে জামাই আদর মাছ বা রাধুনী পাগল মাছ উল্লেখ করে কোন কোন এলাকায় গান গাইতেও শোনা যায়।

উল্লিখিত দৃশ্যমান তেল ছাড়াও এক ধরণের অদৃশ্য তেলের কথা শোনা যায়। সে তৈল যেমন সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত এবং খুব ফলপ্রসূ। অবশ্য এর কোন ব্রান্ডিং, নাম, মূল্য বা প্রাপ্তি স্থানের কথা জানা যায়নি। তবে প্রয়োগে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে স্বার্থ হাসিলের জন্য, অবৈধ্য কাজের বৈধতা প্রাপ্তির জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরণের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরাই এ তেল ব্যবহার করে থাকেন। এ তৈলের ব্যবহার বিধি, প্রয়োগ কৌশল, তেলের পরিমান, ব্যবহারের সময়সূচি সবই তাদের জানা। কবি নজরুলের তোষামোদ কবিতার কথা আমাদের অনেকেরই জানা। তোষামোদকারীরা সুবিধা গ্রহণের জন্য সব সময় লক্ষস্থানে বিরাজমান। নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও তারা এমনভাবে তৈল মর্দন করে যা ভাবতেও অবাক লাগে। কোন প্রকার লোক চক্ষুর ভয় করে না। জন সম্মুখে তাদের তেল দেয়ার কৌশল দেখলে মনে হয় তারা এসব কি করছে? এটাওকি সম্ভব? তাদের কি কোন লজ্জাবোধ নেই? স্বার্থের জন্য এতটা নিচে নামতে পারে ? কিন্তু তারা তা অবলিলাক্রমে সম্পাদন করে নিজের স্বার্থ ঠিক ঠিক হাসিল করে নেয়। সে অবস্থা চেয়ে অবলোকন করা ছাড়া ভদ্র লোকের অন্য কোন পথ নেই। অথচ এই তোষামোদকারী লোকটা সকলেরই পরিচিত এবং খুব কাছের মানুষ। তোষামোদকারীদের তৈল দেয়ার কৌশল দেখলে গানের সেই লাইনটিই শুধু মনে পড়ে "স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন দূরে সরে চলে যায়"। অথচ সৎ, নিষ্ঠাবান, নীতিবান, আদর্শ ও কর্মঠ লোক সাময়িক অসুবিধার সম্মুখিন হলেও তাদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে। অনেকে তাদের আদর্শকে অনুস্বরণ করে। তাঁদের অবর্তমানে কিংবা মৃত্যুর পরেও মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করে। পরম করুণাময়ের নিকট তাঁদের জন্য মানুষ দোয়া করে। এমনকি আদর্শবান লোকের সন্তানদেরকে অনেক আদর স্নেহ করে। আদর্শবান লোকের সন্তানেরা কোন বিপদে পড়লে স্বত:ফুর্তভাবে সহযোগিতার হাত অনেকেই বাড়িয়ে দেয়। সেজন্য কাউকে কোন প্রকার তেল মাখতে হয়না।

সর্বোপরি তেলের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ আমাদের জীবনমানকে উন্নত করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় তেল পরিহার করে সুন্দর পৃথিবী নির্মাণই হউক আমাদের দীপ্ত শপথ।

■ লেখক: উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রবীণ লিডার ট্রেনার মোঃ মনির উদ্দিন সরকার ৮০ বছর বয়সে ২৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আমরা মরহুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিচালক (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ শামসুল হক এর মাতা মোসাম্মাৎ কোহিনুর বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে ৮২ বছর বয়সে ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আমরা মরহুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ স্কাউটস, আমতলী উপজেলা এর প্রাক্তন সম্পাদক আবদুল মান্নান ৬৫ বছর বয়সে ৩১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আমরা মরহুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– সম্পাদক

নোবেল পুরস্কার ২০১৬

ইতিমধ্যেই ২০১৬ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই পুরস্কার। পদার্থ, রসায়ন, অর্থনীতি, সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শান্তিতে ঘোষণা করা হয় এই পুরস্কার। এ বছর এই ক্যাটাগরিতে মোট ১১ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের নিয়েই এই রকমারি–

নোবেল কাহন

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে আলফ্রেড নোবেল তার মোট উপার্জনের ৯৪% অর্থ প্রায় ৩ কোটি সুইডিশ ক্রোনার দিয়ে উইলের মাধ্যমে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এই বিপুল অর্থ দিয়েই শুরু হয় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান। ১৯৬৮-তে এই তালিকায় যুক্ত হয় অর্থনীতি।

১০ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালে স্যান রিমো ইতালিতে পুরস্কার ঘোষণার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল। আইনসভার অনুমোদন শেষে তার উইল অনুযায়ী নোবেল ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের ওপর দায়িত্ব বর্তায় আলফ্রেড নোবেলের রেখে যাওয়া অর্থের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করা এবং নোবেল পুরস্কারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করা। আর বিজয়ী নির্বাচনের দায়িত্ব সুইডিশ একাডেমি আর নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। ২১ অক্টোবর ১৮৩৩ সালে সুইডেনের স্টকহোমে একটি প্রকৌশল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ, প্রকৌশলী ও একজন উদ্ভাবক। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩৫৫টি উদ্ভাবন করেন। যার মাধ্যমে তিনি জীবদ্দশায় প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন। এর মধ্যে সবচেয়ে উলেখযোগ্য ছিল ডিনামাইট। এই ডিনামাইট ব্যবহারের ফলে ১৮৮৮ সালে তিনি মৃতদের তালিকা দেখে কষ্ট পান। পরবর্তীতে তিনি তার অর্জিত সব সম্পদ দিয়ে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন।

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিবস ১০ ডিসেম্বর নরওয়ের অসলোতে শান্তি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আর অন্যান্য পুরস্কারগুলোও একই দিনেই সুইডেনের স্টকহোমে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শান্তিতে পুরস্কার ঘোষণা করে নোবেল কমিটি অব নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট; পদার্থ, রসায়ন আর অর্থনীতিতে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স; সাহিত্যে সুইডিশ একাডেমি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

সাহিত্যে বব ডিলানের নোবেল জয়

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন গায়ক ও গীতিকার বব ডিলান। তার আসল নাম রবার্ট অ্যালেন জিমারম্যান। সাহিত্যে ১১৩তম নোবেল বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি। 'আমেরিকার সংগীত ঐতিহ্যে নতুন কাব্যিক মূর্ছনা সৃষ্টির' কিংবদন্তি বব ডিলান। তিনি রক, ফোক, ফোক-রক, আরবান ফোকসহ ভিন্ন আমেজের সব গান করে এসেছেন। নোবেলের ১১২ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো সংগীতশিল্পী ও গীতিকার এ পুরস্কার পেলেন। এর আগেও বহুবার তার নাম মনোনয়ন তালিকায় উঠে এসেছিল। ২০০১ সালে 'থিংকস হ্যাভ চেইঞ্জড' গানটি দিয়ে বব ডিলান অস্কার জিতে নেন। ওয়ান্ডার্স বয়েজ চলচ্চিত্রে ডিলানের এই গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১২ সালে ডিলানের গলায় পরিয়ে দেন 'মেডাল অব ফ্রিডম'। বব ডিলানের সংগীতশিল্পী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে ১৯৫৯ সালে। দ্রুত খ্যাতির তুঙ্গে পৌঁছান এই শিল্পী। হাতে গিটার আর গলায় ঝোলানো হারমোনিকা তার ট্রেডমার্ক। তার গান 'বোয়িং ইন দ্য উইন্ড' আর 'দ্য টাইমস দে আর অ্যা চেইঞ্জিং' এর মতো যুদ্ধবিরোধী গানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

ডিলানের সবচেয়ে বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে সাবটেরিয়ান হোমসিক ব্লুজ, মিস্টার ট্যাম্বুরিন ম্যান, জাস্ট লাইক অ্যা ওম্যান, লে লেডি লে, ট্যাঙ্গেলড আপ ইন দ্য ব্লু-এর মতো সব গান। বব ডিলানের গানে সবসময় উঠে এসেছে রাজনীতি, সমাজ আর দর্শনের ছায়া। বব ডিলান ১৯৭১ সালে ১ আগস্ট 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এ অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুস্থ শরণার্থীদের কল্যাণে তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। এ জন্য বাংলাদেশের মানুষ বব ডিলানের প্রতি বরাবরই কৃতজ্ঞ। ৭৫ বছর বয়সী বব ডিলান এখনো শ্রোতাদের জন্য নিয়মিত গান গেয়ে যাচ্ছেন।

অর্থনীতিতে দুই মার্কিনির চমক

অর্থনীতিতে নোবেল দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ সাল থেকে। এ বছর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার জিতে নিয়েছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ। তাদের একজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ অলিভার হার্ট এবং আরেকজন ফিনল্যান্ডে জন্ম নেওয়া ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ বেঙ্কট হোমস্ট্রর্ম। সুইডেনের স্থানীয় সময় সোমবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে সুইডিশ নোবেল কমিটি অব সায়েন্স এ বছরের পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে। বাজার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে কন্ট্রাক্ট থিওরিতে অবদানের কারণে এ দুই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতি শত সহস্র চুক্তিতে নানা রকম বাধা ও সমস্যা দেখা দেয়। চুক্তির সঙ্গে অর্থনীতির এই সম্পর্কের তত্ত্ব দিয়ে নোবেল জিতে নিয়েছেন এই দুই গবেষক। কন্ট্রাক্ট থিওরি নিয়ে এই দুই গবেষকের কাজ বাস্তব জীবনের বিভিন্ন চুক্তি ও এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চুক্তি কাঠামোর সম্ভাব্য জটিলতা চিহ্নিত করতেও তাদের তত্ত্ব কাজে আসছে। অধ্যাপক বেঙ্কট হোমস্ট্রর্ম ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত আছেন। আর হার্ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। হার্টের গবেষণার কেন্দ্র ছিল সেবা খাতের বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং দুই কোম্পানির একীভূতকরণের মতো বিষয়ের

চুক্তির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। হোমস্ট্রর্ম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হন তার চুক্তি আর প্রণোদনা করপোরেট খাতকে কতটা প্রভাবিত করে এ বিষয়ে গবেষণার জন্য। নোবেল পুরস্কারের ৮০ লাখ সুইডিশ ক্রোনার এ দুই গবেষকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

শান্তিতে নোবেল জিতলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট

এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়নের তালিকায় রেকর্ড ২২৮ জন ব্যক্তি ও ১৪৮টি সংগঠনের নাম জমা পড়ে। অনেক জল্পনার পর অবশেষে অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতে নেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস। ৭ অক্টোবর স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস তার নোবেল পুরস্কারের অর্থ দেশটির অর্ধশতকের গৃহযুদ্ধের শিকারদের সহায়তার জন্য দান করার ঘোষণা দিয়েছেন।

১৯৫১ সালের ১০ আগস্ট বোগোটার এক প্রভাবশালী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২০১০ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পূর্বসূরির নীতি থেকে সরে আসেন সান্তোস। ভেনেজুয়েলার বামপন্থি সরকারের সঙ্গে বৈরিতার অবসান ঘটান। এরপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ২০১৪ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হন সান্তোস। বহুল প্রত্যাশিত এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ৫২ বছরের রক্তাক্ত সংঘাতের ইতি টেনেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস। তবে ফার্ক বিদ্রোহী নেতা লোন্দোনিও তিমোশেঙ্কোও এই চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা রেখেছেন। নোবেল কমিটির সম্ভাব্য তালিকায় লোন্দোনিওর নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুরস্কার জিতে নিলেন হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস। কলম্বিয়ায় এই গৃহযুদ্ধে ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইয়োশিনোরি ওশুমির সাফল্য

কোষের আত্মভক্ষণ বিষয়ক ধারণা দেওয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রে এবার নোবেল পেয়েছেন ইয়োশিনোরি ওশুমি। তিনি জাপানের টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, শৈশবে অনেক দিন তিনি অনাহারে কাটিয়েছেন। আর্থিক অসঙ্গতি না থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ওশুমিকে অভাবের মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়।

স্কুলে তেমন মেধাবী ছিলেন না। সেই কম মেধাবী ছেলেটাই গোটা পৃথিবীকে আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি'। তার বাবা ও পিতামহ উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ছোটবেলায় মাকে দেখেছেন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে থাকতে। তখনই প্রথম মায়ের পথ্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধবিষয়ক ধারণা প্রথম পান। পরবর্তীতে তিনি ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি তার গবেষণায় দেখান যে, দেহ নিজেই তার কোষ ধ্বংস করছে। তবে এই আত্মভক্ষণ কোষের একটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কোনো কারণে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে নিজের সুরক্ষার জন্য কোষ ধ্বংস করতে দেহ ওই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। পাশাপাশি নতুন কোষের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে পুরনো কোষ এভাবেই তার আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করে। ১৯৮৮ সালে ইয়োশিনোরি ওশুমি প্রথম এই ধারণা দেন। তার গবেষণার প্রায় ৩০ বছর পর তিনি এ বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ এই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

ইলেকট্রনিক্সে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে পদার্থে নোবেল জয়

১৯০১ সালের পর এ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২০৪ জন পদার্থে নোবেল পুরস্কার জিতেন। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড জে থুলেস, এফ ডানকান এম হালডেন ও জে মাইকেল কোস্টারলিটজের নাম ঘোষণা করে। নিজেদের তাত্ত্বিক পাটাতনে পদার্থের আন্দোলিত অবস্থার দিশা দেওয়ার অবদানস্বরূপ এই তিন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানীকে পদার্থে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাদের গবেষণা ইলেকট্রনিক্সে বিপুল অগ্রগতি আনবে বলে আশা প্রকাশ করেছে সুইডিশ একাডেমি। এ গবেষণায় এক অজানা দশার সন্ধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে পদার্থ বিচিত্র বাস্তবতায় বদলে যেতে পারে। আমরা জানি পদার্থের অবস্থান তিনটি। কঠিন, তরল ও বায়বীয়– এই তিন অবস্থার একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় পদার্থ ওই বিচিত্র দশায় অবস্থান করে। এই দশাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এই তিন পদার্থবিদ। আর দশা শনাক্তকরণে তারা চমৎকার গাণিতিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। এই গাণিতিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করার জন্যই তাদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের গবেষণায় তারা সুপার কন্ডাক্টর, সুপার ফ্লুইড ও পাতলা ম্যাগনেটিক ফিল্মের আচরণ বুঝতে উচ্চতর গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

তাদের গবেষণার ফলে ইলেকট্রনিক্সে নতুন সম্ভাবনার দিশা পাওয়া গেছে। ডেভিড জে থুলেস ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। আর এফ ডানকান এম হালডেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগ দেওয়ার আগে ফ্রান্সে ফিজিওসিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ফিনল্যান্ড এ জে মাইকেল কোস্টারলিটজ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন অল্টো ইউনিভার্সিটিতে। এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে দুই ভাগে। প্রথম ভাগের পুরস্কার পাবেন বিজ্ঞানী ডেভিড থুলেস। অন্য ভাগের পুরস্কার পাবেন বাকি দুই বিজ্ঞানী।

রসায়নে তিন বিজ্ঞানীর অর্জন

এ বছর রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী– ফ্রান্সের জ্যঁ পিয়েরে সাভেজ, যুক্তরাজ্যের স্যার জে ফ্রেজার স্টোডার্ট এবং নেদারল্যান্ডসের বার্নার্ড এল ফেরিঙ্গা। এই তিন বিজ্ঞানীর মধ্যে পুরস্কারের আট মিলিয়ন ডলার ভাগ হবে। সুইডিশ নোবেল কমিটির বক্তব্যে বলা হয়, বিশ্বের 'সবচেয়ে ক্ষুদ্রতর যন্ত্র' তৈরির জন্য তিনজন যৌথভাবে এ পুরস্কার জিতেছেন।

তারা তাদের গবেষণায় অণু সমতুল্য ক্ষুদ্রতম যন্ত্রের নকশা ও সংশেষণ করেছেন। ন্যানো প্রযুক্তির ইতিহাসে এই গবেষণা নতুন একটি মাত্রা যুক্ত করেছে। তাদের অবদান রসায়নশাস্ত্রকে ভিন্নতর উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। সুইডেনে একটি সংবাদ সম্মেলনে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী এই তিন বিজ্ঞানী ১৯০১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২০০ জনের তালিকায় যুক্ত হলেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ADB'র বিকল্প নির্বাহী পরিচালক

অর্থমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি তুর্কমেনিস্তানের সারাফজোন সিয়েরালিবের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই বছরের জন্য উক্ত পদে যোগ দেবেন তিনি।

জাতিসংঘ সম্মাননা লাভ

জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম একটি মেডিকেল কন্টিনজেন্টের নারী কমান্ডার হিসেবে আইভরি কোস্টে দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব ও জাতিসংঘকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে জাতিসংঘ। এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কর্নেল ডা. নাজমা বেগম পান জাতিসংঘের বিশেষ সম্মাননা। এছাড়া তিনি ২০১৬ সালের জন্য জাতিসংঘ 'মিলিটারি' জেন্ডার অ্যাডভোকেট অব দ্যা ইয়ার' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। ১৬ আগস্ট ২০১৬ কর্নেল ডা. নাজমা বেগম ও তার দলকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। একই সাথে তার হাতে তুলে দেয়া হয় সম্মাননা।

প্রধানমন্ত্রীর দুটি সম্মাননা লাভ

নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য UN Women প্রদান করেন Plannet 50-50 Champion।

লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য মাল্টার প্রেসিডেন্ট মেরি লুইস কলেইরো প্রিসা ও জাতিসংঘ মহাসচিবের স্ত্রী বান সুন তায়েক-এর সাথে যৌথভাবে লাভ করেন ২০১৬ সালের Agent of Change Award।

HRW পুরস্কার

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিধকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW)-এর সম্মানজনক পুরস্কার 'এলিসন ডেইস ফোর্জেস অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যাক্টিভিজম' মনোনিত হন বাংলাদেশি শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারসহ ৪ জন। অন্য ৩ জন হলেন– বুরুন্ডির পিয়েরে ক্লেভার বোনিম্পা, গ্রিসের ইউনুস মোহাম্মদি ও ভারতের রত্নাবলী রায়। শোষণ, বৈষম্য, সহিংসতারোধ ও মানবিধকার রক্ষায় অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW)।

আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার উদ্যোগে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র ও তার তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় লাভ করেন ২০১৬ সালের 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাট স্ট্রেটের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস সম্মিলিতভাবে এ পুরস্কার দেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাকের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ

ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের কর্মসূচির সেবাগ্রহীতাদর সুরক্ষায় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্মার্ট' এর সনদ লাভ করেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকরি সংস্থা 'ব্র্যাক'। এ সম্মাননা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ও নেতৃস্থানীয় আরও ৬৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়।

রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড

রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীনগরে আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে আড়াই লাখ বর্গফুট এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এক নম্বর তৈরি পোশাক কারখানা 'রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড'। ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ কারখানায় ১৫০০ কর্মী কাজ করে। এটা তৈরি করা হয় সবুজ পরিবেষ্টিত বিশ্বের আধুনিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে।

দেশের প্রথম উড়াল ফুটপাত

নাগরিকদের ফুটপাতে চলাচলে নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে দেশের প্রথম এলিভেটেড ওয়াকওয়ে বা উড়াল ফুটপাত হচ্ছে রাজধানীর গুলিস্তানে। হংকং শহরের একটি উড়াল ফুটপাতের মডেলে এটি তৈরি হবে। পথচারীদের সুবিধার জন্য এতে একই সাথে চলন্ত সিঁড়ি এবং সাধারণ সিঁড়ি থাকবে। এটি নির্মাণ করবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (DSCC)। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ ফুটপাতের দৈর্ঘ্য হবে ১,১২০ মিটার। দীর্ঘ এ এলিভেটেড ওয়াকওয়েতে থাকবে ১০টি এস্কেলেটর ও ১৬টি সিঁড়ি। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে সচিবালয়ের সামনে থেকে জিরো পয়েন্ট হয়ে বায়তুল মোকাররম-গুলিস্থান-সার্জেন্ট আহাদ পুলিশ বক্স থেকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ- গোলাপ শাহ মাজার পর্যন্ত এ এলিভেটেড ওয়াকওয়েটি নির্মাণ করা হবে।

ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক চারলেন

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ঢাকা থেকে রংপুর পর্যন্ত চারলেন সড়ক প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের শিরোনাম 'সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প'। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১১,৮৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ধার হয় ১,৯৫২ কোটি টাকা। বাকি অর্থ আসবে প্রকল্প সাহায্য থেকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ২০১৬-২১। সাউথ এশিয়ান সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন (সাসেক) করিডোর ৪ ও ৯-এর জন্য বাস্তবায়ন করা 'এলেঙ্গা-হাটিকুমরুর-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প'-এর আওতায় উন্নত দেশগুলোর মতোই আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে এ চারলেনে।

■ তথ্য সংগ্রাহক: অগ্রদূত ডেস্ক

বিশ্বের প্রথম জাতীয় উদ্যান

যুক্তরাষ্ট্রের তথা বিশ্বের জাতীয় প্রথম উদ্যান ইয়েলোস্টোন জাতীয় উদ্যান। ১ মার্চ ১৮৭২ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইয়েমিং প্রদেশে অবস্থিত হলেও পরে মন্টানা ও ইডাহোতেও সম্প্রসারিত হয়। ৩৪৭২ বর্গমাইল বা ৮৯৯২ বর্গ কিমি আয়তনবিশিষ্ট উদ্যানটি প্রায় ৫% পানি, ১৫% তৃণভূমি ও ৮০% দ্বারা পরিপূর্ণ। নানা বন্যপ্রাণী ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে কারণে উদ্যানটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। 'ওল্ড ফেইথফুল' নামক ভূ-গর্ভস্থ গরম পানির ফোয়ারা (Geyser) থেকে প্রতি এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর পর ৫ মিনিট স্থায়ী পানির খেলা দেখা যায়, যা প্রতিবার ১৪-৩২ হাজার লিটার পানি ভূ-পৃষ্ঠে ছিটায়। এখানে এরূপ ৫০০-এর বেশি সক্রিয় Geyser রয়েছে। তাছাড়া এখানকার ৪৫x৩০ মাইল আয়তনের বিশাল জ্বলামুখ গহ্বর (ক্যালডেরা) বিশ্বের বৃহত্তম জ্বলামুখ গহ্বরগুলোর একটি। সমগ্র উদ্যানটিতে প্রায় ২৯০টি জলপ্রপাতসহ রয়েছে হ্রদ, ক্যানিয়ন, নদ-নদী ও পর্বতমালা। ৬৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৮৫ প্রজাতির পাখি, ১৬ প্রজাতির মাছ ৩৬ প্রদাতির সরীসৃপদের সহাবস্থান উদ্যানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রিজলি বিয়অর, ড্রে উলফ, আমেরিকান বাইসন ইত্যাদি বিলুপ্ত প্রায় প্রাণির বসবাসও এ উদ্যানেই। এখানকার বিশাল বনভূমি ও তৃণভূমিতে বেড়ে ওঠা নানান দুর্লভ প্রজাতির বৃক্ষ এক্ষেত্রে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। বর্তমানে উদ্যানটি বিশ্বের পাঁচটি সর্বাধিক ভ্রমণকৃত জাতীয় উদ্যানের একটিতে পরিণত হয়েছে।

নীলনদের সাথে নীল রঙের সম্পর্ক নেই!

আফ্রিকা মহাদেশ তথা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী নীলনদ। এর 'নীল' শব্দটি আরবি 'আন-নীল' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার সাথে নীল রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। মিশরের সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকেই নীলের উপর নির্ভরশীল ছিল। মিশরের জনসংখ্যার অধিকাংশ এবং বেশির ভাগ শহরের অবস্থান আসওয়ানের উত্তরে নীলনদের উপত্যকায়। প্রাচীন মিশরের প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও এর তীরেই অবস্থিত। সুদান, মিশর, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, রুয়অন্ডা, বুরুন্ডি, দক্ষিণ সুদান ও ইরিত্রিয়া– মোট ১১টি দেশের মধ্য দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত হয়েছে। এর দুইটি উপনদী রয়েছে– হোয়াইট নীল ও ব্লু নীল। এর মধ্যে হোয়াইট নীল দীর্ঘতর, যা আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর ব্লু নীল ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সুদানে প্রবেশ করেছে। দুইটি উপনদী সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিকটে মিলিত হয়েছে। সবশেষে মিলিত নীলনদ বিশাল ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে।

কেন হয়?

অন্ধকারে রাতে আমরা কিছু দেখি না কেন?
কোনো বস্তু হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এলেই তা দেখা যায়। অন্ধকারে কোনো আলো না থাকায় আলোর প্রতিফলন ঘটে না বলে আমরা কিছু দেখি না।

সাধারণত শেষরাতে শিশির পড়তে দেখা যায় কেন?
দিনের বেলা পৃথিবী সূর্যের তাপ শোষণ করে গরম হয় ও সন্ধ্যার পর তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে থাকে। শেষ রাতের দিকে তাপমাত্রা আরও কমে যেয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরকে শীতল করে ও বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। আর তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে নেমে গেলে তা ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র পানি কণারূপে শিশির হিসেবে পড়ে।

রাতে গাছের নিচে শোয়া ঠিক নয় কেন?
রাতে গাছের সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (কার্বণ ডাই অক্সাইড-CO_2 গ্রহণ ও অক্সিজেন-O_2 ত্যাগ) বন্ধ তাকে এবং শোষণ প্রক্রিয়া (O_2 গ্রহণ ও অক্সিজেন-CO_2 ত্যাগ) অব্যাহত থাকে। এর ফলে সেখানে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যায় আর এ কারণেই রাতে গাছের নিচে শোয়া ঠিক নয়।

৩৪ কেজি ওজনের মুক্তা

ফিলিপাইনের পালাওয়ার দ্বীপের এক জেলে বিশাল এক ঝিনুকের মধ্যে ৬১ সেন্টিমিটার প্রশস্ত ও ৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ৩৪ কেজি ওজনের একটি মুক্তা পান। অজ্ঞাতনামা ঐ জেলে মুক্তাটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে ১০ বছর ধরে তার বিছানার নিচে রেখে দেন। হঠাৎ জেলের কাছের ঘরটি আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার পরে তিনি ঐ মুক্তাটি নিয়ে স্থানীয় পর্যটন কর্মকর্তাকে দেখান। ঐ জেলে এ মুক্তার দাম বুঝতে পারেন নি। ধারণা করা হচ্ছে, এটির বাজার মূল্য ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তা কি-না, তা রত্নবিদদের কাছ থেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তার রেকর্ড 'পার্ল অব লাও জুর'; যার ওজন ৬.৪ কেজি।

সবচেয়ে সুখকর ৫ কিলোমিটার

২৮ আগস্ট ২০১৬ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালের 'দ্য কালার রান' প্রতিযোগিতা। আমেরিকার ইউটা প্রদেশের অধিবাসী ট্রাভিস স্নাইডারের হাত ধরে ২০১১ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে আয়োজিত হয়ে আসছে হিন্দু সম্প্রদায়ের 'হোলি ফেস্টিভ্যাল' থেকে অনুপ্রাণিত ৫ কিলোমিটার পথের এ প্রতিযোগিতা। একে 'পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সুখকর ৫ কিলোমিটার নামেও ডাকা হয়। কোনো ধরনের পুরস্কার ছাড়াই এ দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরোটা রাস্তাজুড়ে প্রতিযোগীদের গায়ে বিভিন্ন বর্ণের রঙিন পাউডার ছোঁড়া হয়।

■ তথ্য সংগ্রহ: সালেহীন সিরাত

ভ্রমণ কাহিনী

অ্যাডভেঞ্চার নাফাখুম

■ **পূর্ব প্রকাশের পরঃ**

৬ আগস্ট, সকালে হালকা নাস্তা করে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করি। গাইডকে ৫০০ টাকা দিতে হয়েছে। যাত্রা শুরুতে প্রত্যেকের হাতে তিনি একটি করে লাঠি দেন। যাতে চলার পথে সহায়ক হয়। এরপর তাকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকি। রেমাক্রি হতে প্রায় ৩ ঘন্টার হাঁটা দূরত্বে নাফাখুম অবস্থিত। ঝিরিপথের প্রথমেই ছোট দুটি পাহাড় পাড়ি দিয়ে নেমে গেলাম ঝিরিপথে। কোথাও পাথুরে কোথাও মাটির টিবি কোথাও কাদা। ৪ জায়গায় কোমর ও বুক পানি পাড়ি দিতে হয়েছে এপাড় থেকে ওপাড়ে। সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চললেও ৩ জন ছাড়া সবাই একাধিকবার হোঁচট খেয়েছে। পুরো পথটাই ছিলো জন মানবহীন এভাবেই প্রায় ৩ ঘন্টা পথ পাড়ি দিয়ে সেই কাঙ্খিত মঞ্জিল নাফাখুম জলপ্রপাত দেখতে পাই। রেমাক্রি খালের পানি ২৫-৩০ ফুট উপর থেকে নিচে পতিত হয়ে সাঙ্গু নদীতে মিলিত হয়েছে। প্রকৃতির অপরূপ ছোয়ায় সৃষ্টি এই অসাধারণ ঝর্ণাটি প্রাণ ভরে অবলোকন করি এবং ফটোসেশন করি। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে এর নামকরণের ইতিহাস জানি। নাফাখুম নামের কারণ-রেমাক্রি নদীতে এক ধরনের মাছ পাওয়া যায় যার নাম নাফা মাছ। এই মাছ সব সময় স্রোতের প্রতিকূলে চলে। বিপরীত দিকে চলতে চলতে মাছ গুলো যখন লাফিয়ে ঝর্ণা পার হতে যায় ঠিক তখন উপজাতিরা লফিয়ে ওঠা মাছ গুলোকে জাল বা কাপড় দিয়ে ধরে ফেলে। মারমা ভাষায় খুম শব্দের অর্থ ঝর্ণা। এ থেকে নাম দেওয়া হয় নাফাখুম। সেখানে প্রায় ২ ঘন্টা সময় কাটিয়ে সাবধানতার সাথে গুটিগুটি পায়ে ঝিরিপথ দিয়ে মেলোড়ি গেস্ট হাউজে এসে দুপুরে খাবার খেয়ে থানচির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পথিমধ্যে বড় পাথর নামক স্থানে যাত্রা বিরতি। যা রাজা পাথর নামেও পরিচিত। সেখানে উপজাতিরা পূজা করে। ১০ মি. যাত্রা বিরতির আবারো যাত্রা কিছুদূর যাবার পরে তিন্দু বাজার। সেখানেও কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দিয়ে বিজিবি ক্যাম্প পরিদর্শন করে থানচির সন্ধ্যা ৭ টায় থ ানচি পৌছাই। থানচিতে একটি সরকারী রেস্ট হাউজ এবং থানচি সরকারী বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে রাত্রি যাপনের করি। এরপর থানচি সেতু সহ থানচি বাজার পরিদর্শন করি এবং পরবর্তী দিনের জন্য বান্দরবানের উদ্দেশ্যে ২টি চান্দেরগাড়ী ভাড়া করি। এরপর রাতে খাবার খেয়ে মূল্যায়ন মিটিং করে পরবর্তী দিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ি।

৭ আগস্ট, ৪র্থ দিন সকালে নাস্তা করে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি পথে সকালের প্রকৃতি অবলোকন আর পাহাড়ের সাথে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে পথ পাড়ি দিই। এরপর চিম্বুক পাহাড়ে এসে যাত্রাবিরতি। বাংলাদেশের উচ্চতম একটি পাহাড় যার উচ্চতা ১,৫০০ মি. সেখানে পরিদর্শন, চা পান, ফটোসেশন করে এগিয়ে চলি। এর পর শৈলপ্রপাত। সেখানেও যাত্রা বিরতি। বান্দরবান জেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে এটি একটি। এই ঝর্ণার পানি হিমশীতল ও স্বচ্ছ। এখানে দুর্গম পাহাড়ের কোলঘেষা আদিবাসি বম সম্প্রদায়ের বসবাস। সেখানেও আনন্দঘন সময় কাটিয়ে রামজাদী বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। জন প্রতি ১৫ টাকা করে টিকেট সংগ্রহ করে মন্দির পরিদর্শন করি। এ মন্দিরে সাড়ে ৩শ ফুট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে। এরপর মেঘলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বান্দরবান শহর থেকে মেঘলার দূরত্ব ৪.৫ কি.মি.। ৩০ টাকা মূল্যের টিকিটের মাধ্যমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানে যা যা আছে মনোরম কৃত্রিম হ্রদ, শিশুপার্ক, সাফারি পার্ক, পেডেল বোট, ঝুলন্ত ব্রিজ, চিড়িয়াখানা, পিকনিক স্পট ইত্যাদি। পরিদর্শন শেষে বের হয়ে সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে সর্বশেষ আকর্ষণ নীলাচল যাত্রা। জনপ্রিতি ৩০ টাকা আর প্রতিটা চান্দের গাড়ি ৬০ টাকা করে টিকিট কিনে ভিতরে প্রবেশ করি। নীলাচল বান্দরবান শহরের সবচেয়ে সুন্দর পর্যটক কেন্দ্র। সমুদ্র পৃষ্ট হতে ১৬ শ ফুট উচু জায়গায় বর্ষা, শরৎ, কি হেমন্ত, সব সময়ে ছোয়া যায় মেঘ। এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বান্দরবান শহর যাকে বলা হয় বাংলার দার্জিলিং। প্রায় দুই ঘন্টা সময় কাটিয়ে বান্দরবান বাস স্ট্যান্ডে বিকাল ৫ টায় পূর্বাণী পরিবহনে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রাত ৮ টায় আমরা চট্টগ্রাম পৌছি। এরপর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার আলু পরাটা ও বুডি কাবাব খেয়ে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন এসে পৌছি। রাত ১০:৩০ মিনিটে কর্ণফুলী এক্সপ্রেসে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

৮ আগস্ট সকাল ৭ টায় আমরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌছি। এরপর একে অপরকে বিদায় জানিয়ে সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাই। এরই মাধ্যমে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার নাফাখুম ২০১৬ এর সমাপ্তি ঘটে।

■ লেখক: মো. মাসউদ হাসান (রোভারমেট)
ও নূর মোহাম্মদ মহসিন (রোভারমেট)

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

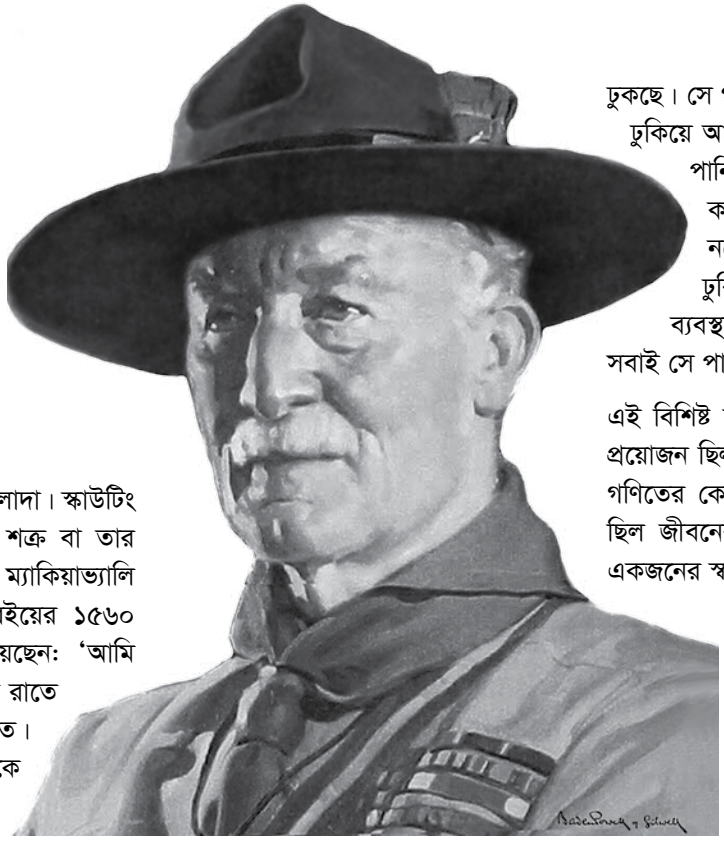

■ <u>পূর্ব প্রকাশের পরঃ</u>

স্কাউটিং

স্কাউটিং গুপ্তচরবৃত্তি থেকে আলাদা। স্কাউটিং সামরিক অনুশীলনের সময় শত্রু বা তার দেশের তথ্যসংগ্রহ বোঝায়। ম্যাকিয়াভ্যালি তাঁর 'আর্টস অব ওয়ার' বইয়ের ১৫৬০ সালে স্কাউটের সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'আমি তাদের দেখিনি। কারণ তারা রাতে ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে বের হত। আজকের দিনে সে লোককে বলা হয় স্কাউট। ট্রেঞ্চের মধ্যেই তাদের সব শক্তি সামর্থ্য বিদ্যমান থাকত। তারা ভয় করত যে, সেনাবাহিনীর সামনের লোকেরা যদি তাদের দেখে ফেলে তাহলে শত্রুরা তাদের নির্যাতন করবে।'

এ থেকে বোঝা যায় পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ির পরিবর্তে স্কাউটদের ব্যবহার করা হত। তাই বলা হয়েছে, 'পূর্বে তথ্যানুসন্ধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইতিহাসে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে।'

স্কাউটিংয়ের এমন গুরুত্ব থাকার পরও আমি যখন বাহিনীতে যোগদান করি তখন এই দরকারি বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কৌশলই জানা ছিল না। তবে এটা সত্য যে, আমাদের মানচিত্র আঁকা প্রতিবেদন তৈরি করা শেখানো হয়েছে। কিন্তু শত্রুদেশ থেকে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং শত্রু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আয়ত্ত করতে হয় সে সম্পর্কে কিছুই শেখানো হয় নি। আমি সে আমলের সাধারণ ব্রিটিশ অফিসারদের বলতে শুনেছি, স্কাউটিংয়ের অজ্ঞতা শিম্পাঞ্জির স্কেটিং করার মত।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে স্কাউটিংয়ের সঙ্গে জড়িত হয়েছি আমার কর্নেলের মাধ্যমে। তিনি আমাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাতেন। কারণ আমার অভ্যাস ছিল ছোটখাট চিহ্ন লক্ষ করা এবং তার অর্থ বের করার অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও অনুমান করার। এর জন্য আমি ধন্যবাদ দিই যে, এতে আমি এক ধরনের গৌরবান্বিত গোয়েন্দা কাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি কিছু ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। সেগুলো কোনো গল্প নয়, আসলেই তা ঘটেছিল কিছু দিন আগে।

এক দল গবেষক ও অভিযাত্রী অস্ট্রেলিয়ার গভীরে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরা একবার প্রবল তৃষ্ণার্ত হয়ে মরা পড়ার উপক্রম হয়েছিলেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের জন্য জীবিত ফিরে আসতে পেরেছিলেন। এবং তা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের পাওয়া চৌদ্দ বছরের একটি স্থানীয় মেয়ের বিচক্ষণতার জন্য। পিপাসায় আধমরা অবস্থায় এক ফোঁটা পানির জন্য হয়রান হয়ে পানি খোঁজাখুজি করছিলেন। সেসময় মেয়েটি লক্ষ করল এক দল পিঁপড়া একটা গাছের কান্ড বেয়ে উঠছে এবং গাছের ছালের এক গর্তে তার ঢুকছে। মেয়েটি তখনই অনুমান করতে পারল যে, পিঁপড়াগুলো কোনো উদ্দেশে সেখানে ঢুকছে। সে গর্তের ভেতর ছোট্র একটি ডাল ঢুকিয়ে আবিষ্কার করল যে, গাছের গর্তে পানি জমে আছে। তারপর মেয়েটি কয়েকটি কাঁচা ডাল জোড়া দিয়ে নলের মত করে গাছের গর্তে ঢুকিয়ে দিল। সে এমন একটি ব্যবস্থা করল যাতে অভিযাত্রি দলের সবাই সে পানি চুষে পান করতে পারলেন।

এই বিশিষ্ট দলের বাঁচার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা গ্রিক পাণ্ডিত্য বা উচ্চতর গণিতের কোনো বিষয় ছিল না। বরং তা ছিল জীবনের ব্যস্তবতার মধ্য বেড়ে ওঠা একজনের স্বাভাবিক জ্ঞান।

এই পণ্ডিতদের মতই আমি একজন দেশীয় লোকের কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের শিক্ষা লাভ করেছিলাম।

সেটা বহু বছর আগে মাতাবেলিল্যান্ডে শত্রু মোকাবিলা করার সময় ঘটেছিল। একদিন খুব ভোরে আমার জুলু সহকর্মীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘাসে ঢাকা খোলা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমরা কয়েকজন মহিলার পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের দিকে সে দাগগুলো চলে গেছে। আমাদের মনে হল সেখানে হয়ত শত্রুরা লুকিয়ে আছে।

পথ থেকে দশ গজ দূরে একটা মহুয়া গাছের পাতা পড়েছিল। আমাদের কাছাকাছি এ ধরনের গাছ ছিল না। তবে আমরা জানি যে, পথ যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে পনের মাইল দূরের গ্রামে এ ধরনের গাছ আছে।

এ চিহ্ন থেকে বোঝা গেল সে গ্রাম থেকেই মেয়েরা এসেছে। পাতাটি তারাই এনেছে এবং তারা সামনে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

পাতাটি ছিল ভেজা আর দেশীয় মদের গন্ধযুক্ত। আমরা অনুমান করলাম মেয়েরা তাদের মাথায় করে দেশীয় মদের পাত্র বয়ে নিয়ে গেছে। পাত্রের মুখগুলো ঐ সব পাতা দিয়ে বন্ধ করা ছিল।

পাত্র থেকে পাতা পড়ে বাতাসে পথ থেকে

দশ গজ দূরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সকাল পাঁচটা থেকে কোনো বাতাস ছিল না। এখন সাতটা বাজে।

তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, এক দল মেয়ে রাতের বেলায় সেই গ্রাম থেকে পাহাড়ে অবস্থানরত শত্রুদের জন্য মদ বয়ে নিয়ে গেছে। ভোর ছয়টা সম্ভবত তারা সেখানে পৌঁছেছিল। সেখানে লোকগুলো হয়ত সে মুহূর্তেই মদ পান শুরু করেছিল। কারণ এ মদ বেশিক্ষণ রাখলে টক হয়ে যায়। আমরা সেখানে পৌঁছে হয়ত দেখব যে তারা মদ পান করে ঘুমে ঢুলু ঢুলু অবস্থা। তখন তাদের অবস্থানে হামলা করার সেটাই হবে চমৎকার সুযোগ।

এই তথ্য অনুসারে কাজ করে আমরা সম্পূর্ণ সফল হলাম।

এই পর্যবেক্ষণ ও অনুমান মানব চরিত্রের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও এখনও তা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তবে যেসব বিদ্যালয়ে বয় স্কাউট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলোতে তা আছে।

ছেলে বা মেয়েদের জন্য এর শিক্ষাগত মূল্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে বিশেষ সচেতন ও উন্নয়ন করে। দৃষ্টিশক্তির ক্রমাগত ব্যবহারে তার দ্রুততা ও সামর্থ্য বাড়ে। শ্রবণশক্তি, স্পর্শানুভূতি ও ঘ্রাণশক্তির ব্যাপারেও তেমনি ঘটে।

'অনুমান আরও কার্যকরভাবে যুক্তি, কল্পনা, ধৈর্য, সাধারন জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে মনকে সচেতন করে তোলে।

'কিশোরদের জন্য এসব এমন এক বিজ্ঞান যা তাদের আকর্ষণ করতে পারে। তারা যদি একবার এসবের প্রতি আগ্রহী হয় তাহলে নিজেদের জন্য এর অনুশীলন বাড়াতে পারে।'

বয়স্করাও তা থেকে উপকার পেতে পারেন। মানব চরিত্রের মধ্যে নতুন মাত্রা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের শিক্ষার বাস্তব মূল্য রয়েছে। জীবনে যে কোনো পথ অবলম্বন করা হোক না কেন তাতে এর কল্যাণ রয়েছে। আইন বা চিকিৎসা বিদ্যা, অভিযান বা গবেষণা, ব্যবসা বা সৈনিক বৃত্তি, পুলিশ বা শিকারির কাজ অথবা যাকিছু অবলম্বন করা হোক না কেন-এসব প্রতিদিনই কাজে লাগবে।

মানুষের জন্য এসব খুবই দরকারি। কেউ যদি বাস্তব জ্ঞান সম্বলিত হয়, অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে যদি দৃষ্টি দেয়, কেউ যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহশীল চোখে তাকায় তাহলে স্রষ্টা তাকে যে মেধা দান করেছেন তা যথার্থ কাজে লাগবে।

অন্য একবার ম্যাফেকিং অবরোধের সময়ে আমরা এক পক্ষকাল সামনের অবস্থানে বুয়রদের পরিখার মুখোমুখি মাত্র আটষট্টি গজ দূরে ছিলাম। আমরা দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম, তাদের যোগাযোগ পরিখা পর্যন্ত পথ কেটে তাদের অবস্থানের অগ্রবর্তী কাজের অবস্থা জেনে নেব।

আমাদের কাজের মাঝামাঝি রাত তিনটায় বুয়রদের কোলাহল শুনতে পেলাম। তারা পেছনে চলে যাওয়ার জন্য পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে। আমরা শুনতে পেলাম তারা তাদের যোগাযোগ পরিখা দিয়ে সামনের অবস্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আমার লোকেরা খুশিতে পাগল হয়ে সামনে অবস্থান নিতে চাইল। কিন্তু আমি তাদের বারণ করলাম।

পর্যবেক্ষণ : শত্রুরা কেন গোলমাল করে চলে যাচ্ছে? সেখানে তাদের নিঃশব্দে যাওয়ার কথা।

অনুমান : সেখানে কিছু সন্দেহ আছে এবং সেখানে সাবধান হওয়া দরকার। তাই আমরা দুজন বিশ্বাসী স্কাউটকে সামনের অবস্থা জানার জন্য পাঠালাম। তারা যোগাযোগ পরিখায় পৌঁছে দেখল তাদের কাজের দিকে প্রধান পথটি মাত্র খালি করা হয়েছে। তারা হাতে স্পর্শ করে দেখল যে পরিখার দেয়াল তখনও ভেজা। তারা পরিখার দেয়ালে একটি তার আবিষ্কার করল। তারটি পরিখার দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। তারটাকে গোপন করার জন্য কাদা দিয়ে মাত্র আস্তর করা হয়েছে।

আমরা তারটি কেটে ফেললাম। তারপর মূল পরিখা পর্যন্ত নিয়ে দেখলাম একটি চমৎকার মাইন পাতা। সেটি দুশ পাউন্ড নাইট্রোগ্লিসারিনের। আমরা সেখানে গেলে বিস্ফুরিত হয়ে আমাদের উড়িয়ে দিতে পারত।

আমরা আবিষ্কার করেই তৃপ্ত হলাম না। তারটির মাথা ধরে আমরা একশ গজের মত কুণ্ডলী পাকালাম। এই তামার তার আমরা মাইনের কাজে লাগাতে পারব।

আমাদের লোকেরা রানির নামে জয়ধ্বনি দিল। আর আমাদের অপর দিকের বন্ধুরা তাদের মাইন বিস্ফোরণের চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি করার জন্য ব্যর্থ হয়ে কপালকে দোষারোপ করতে থাকল।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা মঞ্চে যাচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট, সভাপতি, সিএনসি

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশন

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা মঞ্চে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট আগমনের পর জাতীয় সংগীত বেজে উঠে

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কাউন্সিলর ও আমন্ত্রিত অতিথিদের একাংশ

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কাউন্সিলরদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট-এর সাথে গ্রুপ ছবিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' প্রাপ্ত স্কাউটারগণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চ থেকে নেমে কাউন্সিলরদের সাথে মিলিত হন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটির জেলা পর্যায়ের স্কাউটদের সাথে কথা বলছেন তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

জাতীয় সদর দপ্তরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে গ্রুপ ছবিতে তথ্য যোগযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

বগুড়ায় ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটিতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটিতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটিতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটিতে ফেনী জেলার অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটিতে নওগাঁ জেলার অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

নীলফামারী জেলা সমাবেশের উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর

চাঁদপুর জেলা স্কাউট পরিদর্শনে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমে স্কাউটরা

ঢাকা জেলা রোভার কর্তৃক আয়োজিত আরএসএল বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

নরসিংদীর দেওয়ানের চর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গার্ল-ইন-স্কাউট দল

নিয়মিত প্যাক মিটিং

যশোরের কাজী নজরুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ গার্ল-ইন-রোভার দলের দীক্ষা অনুষ্ঠান

ফরিদপুরে পিএস ও শাপলা অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এপিআর ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

এপিআর ম্যানেজমেন্ট সাব কমিটি সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব আতিকুজ্জামান রিপন

জাপানে অনুষ্ঠিত ডিজাস্টার রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ট্রেনার্স অ্যাডভান্সমেন্ট কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

দিনাজপুর জেলা রোভার মেট কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীরা

নিয়মিত ক্রু মিটিং

৩১তম জেলা রোভার মেট কোর্স-সাতক্ষীরা

খুলনা অঞ্চলের স্কাউট ইউনিট লিডার স্কীল কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের মতবিনিময়

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান

উত্তরায় আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা ক্যাম্প ও ক্রাইম প্রিভেনশন কোর্স

চট্টগ্রামে স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

একাত্তর স্কাউট গ্রুপের লালবাগ কিল্লা পরিদর্শন

তৃতীয় লালমনিরহাট জেলা স্কাউট সমাবেশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শোক সভায় উপস্থিত ছবিতে ডান দিক থেকে সর্বজনাব হাবিবুল আলম, সাইফুল ইসলাম খান, আবু হেনা, আবুল কালাম আজাদ, মোজাম্মেল হক খান, আনোয়ারুল আলম ও মরহুমের পুত্র ফিদা হক

ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটসের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

খুলনা অঞ্চলের ইজেম ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপে মতবিনিময় করছেন জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

মৌলভীবাজারে মেধাবী কাব স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

যশোরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষার্থীর একাংশ

রোভার পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মৌচাক মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ১০ম নৌ রোভার মেট কোর্স

মৌলভীবাজার জেলা স্কাউটসের ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভায় অতিথিবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

রোভার পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ঢাকা জেলা রেলওয়ের কার্যক্রম

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাগেরহাটে রোভার মেট কোর্স

নারায়ণগঞ্জে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে কাব স্কাউটরা

কিশোরগঞ্জে একটি স্কাউট দল

রাজশাহীতে কাব ইউনিট লিডার স্কীল কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

ছড়া-কবিতা

স্কাউট

সালমা জাহান

যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সবসময় সজাগ থাকে
নিয়ম কানুন মেনে চলে, সবার জন্য বেচেঁ থাকে।

স্কাউটিং মনে রেখে, ভুলপথ ত্যাগ করে
ছোটদেরকে ভালবাসে, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে।

সবার সাথে মিলেমিশে, ছন্দ করে একসাথে
স্কাউটকে সাথে নিয়ে, সবাই মিলে দেশ গড়ে।

খারাপদেরকে সুস্থ করে, দেশকে বাঁচিয়ে রাখে
দেশের জন্য জীবন দিয়ে, দেশের মানুষ রক্ষা করে।

ছোট-বড় গরিব সবাই,স্কাউটকে বিশ্বাস করে
সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে হলে, স্কাউটকে স্মরণ রাখে।

দেশের জন্য স্বপ্ন দেখে, দেশকে গড়ার চেষ্টা করে
স্কাউটিং মেনে চলে, দেশকে মুক্ত রাখে।

সুন্দর জীবন

মোহাম্মাদ শাহিন আলম

আমি এখন ছাত্র
অনেক লেখাপড়া করতে চাই,
লেখা পড়া শিখে আমি
একটি সুন্দর জীবন গড়বো ভাই।

সুন্দর জীবনে মাদকের নাই ঠাঁই
কেননা মাদক যে সুন্দর জীবনকে
ধ্বংস করে দেয়।

তাই সকল প্রকার মাদককে বলবো না-
আমাদের জীবনে মাদকের
ছোঁয়া লাগতে দেব না।

নেশা-খোর বন্ধুর পাল্লায়
পড়তে আমরা চাই না।

তাদের সাথে মিশে,
আমাদের শিক্ষা জীবন
ধ্বংস করব না।

আর শিক্ষা জীবন ধ্বংস হলে
সুন্দর জীবন পাওয়া যায় না।

আমরা মাদককে পরিহার করবো
শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবো
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়বো।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৯.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এবং দেশের ৫৭তম তফসিল ব্যাংক হিসেবে সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয়।

০৪.০৯.২০১৬ ॥ রবিবার

– 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০১৬' জারি।

০৫.০৯.২০১৬ ॥ সোমবার

– সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান-প্রদানে দেশীয় ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) 'আলাপন' উদ্বোধন।

০৬.০৯.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কুয়েত সরকার।

০৯.০৯.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণে অর্থায়নের জন্য HSBC'র সাথে ১৪০০ কোটি টাকার ঋণচুক্তি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

১০.০৯.২০১৬ ॥ শনিবার

– গাজীপুরের টঙ্গি বিসিক শিল্পনগরীতে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামে প্যাকেজিং কারখানার অগ্নিকাণ্ডে ৩৪ জন নিহত। স্থানীয় রোভার স্কাউটদের সেবাকার্যক্রম শুরু হয়।

১৩.০৯.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– পবিত্র ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ পালিত।

১৫.০৯.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ইস্কাটন থেকে মৌচাক পর্যন্ত এক কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন। এর আগে মার্চ মাসে উদ্বোধন করা হয় দেশের দীর্ঘতম এ ফ্লাইওভারের রমনা-তেজগাঁও সাতরাস্তা পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশ।

১৬.০৯.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে অ্যালিওট ট্রুডোর মরণোত্তর 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা' তার ছেলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৭.০৯.২০১৬ ॥ শনিবার

– দেশের ১৬টি জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তি সেবায় 'কল্যাণী' নামের প্রকল্প উদ্বোধন।

২১.০৯.২০১৬ ॥ বুধবার

– প্যারিস জলবায়ূ চুক্তি অনুসমর্থন করে বাংলাদেশ।

– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৩.০৯.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী।

২৫.০৯.২০১৬ ॥ রবিবার

– তিনটি ওয়ানডে আর দুটি টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে আসে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল।

বিদেশ

০২.০৯.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে আঘাত হানে গত ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন 'হারমাইন'।

০৩.০৯.২০১৬ ॥ শনিবার

– চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুমোদন/অনুসমর্থন হয়।

০৪.০৯.২০১৬ ॥ রবিবার

– মানবসেবায় জীবন উৎসর্গকারী মাদার তেরেসাকে 'সেন্ট বা ঈশ্বরের দূত' ঘোষণা করে ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ।

০৭.০৯.২০১৬ ॥ বুধবার

– ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে ১৫তম গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক শুরু হয়।

০৮.০৯.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– গণবিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক পতনের মুখে আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হোভিক আব্রাহামিয়ানের পদত্যাগ।

০৯.০৯.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– পঞ্চমবারের মতো পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া, যা দেশটির সর্ববৃহৎ পারমাণবিক পরীক্ষা।

১১.০৯.২০১৬ ॥ রবিবার

– পবিত্র হজ্জ পালিত হয়।

১৪.০৯.২০১৬ ॥ বুধবার

– ঘন্টায় ৩৭০ কিলোমিটার বেগে তাইওয়ানে আঘাত হানে বছরের শক্তিশালী টাইফুন 'মিরান্তে'।

১৫.০৯.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– চীন পৃথিবীর নিম্নকক্ষে দ্বিতীয় মহাকাশ গবেষণাগার তিয়ানগং-২ (Tiangong-2) স্থাপন করে।

১৯.০৯.২০১৬ ॥ সোমবার

– বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের চুরি হওয়া অংশের দেড় কোটি ডলার (১২০ কোটি টাকা) বাংলাদেশকে ফেরত দিতে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নির্দেশ দেন দেশটির আদালত।

১৯.০৯.২০১৬ ॥ সোমবার

– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে মহাসচিব হিসেবে শেষ ভাষণ দনে মহাসচিব বান কি মুন।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ডট বাংলা (.বাংলা) বরাদ্দ পেল বাংলাদেশ

ইন্টারনেট জগতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডোমেইন (ইন্টারন্যাশনালাইজড ডোমেইন নেম-আইডিএন) ডট বাংলা (.বাংলা) ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে বাংলাদেশ। ইন্টারনেট অ্যাসাইনড নাম্বারস অথোরিটি (আইএএনএ) ওয়েবসাইটে ডট বাংলা ডোমেইনটি বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এত দিন ডট বাংলা ডোমেইনটি 'নট অ্যাসাইনড' ছিল। ইন্টারনেটে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে এই ডোমেইন। যেমন ডট ইউএস ডোমেইন নামের কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকলে বোঝা যায় সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েবসাইট। ডট বাংলা তেমনি ইউনিকোড দিয়ে স্বীকৃত বাংলাদেশি ডোমেইন। এই ডোমেইনটির ব্যাখ্যায় উইকিপিডিয়া বলছে, ডট বাংলা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি দ্বিতীয় ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (সিসিটিএলডি)। এই ডোমেইন বাংলা ভাষায় ওয়েব ঠিকানার জন্য বোঝানো হয়।

২০১২ সালে ডোমেইনটি ব্যবহারের অনুমতি পেলেও পরের তিন বছরেও তা সক্রিয় করতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে ডোমেইনটি 'নট অ্যাসাইনড' হয়ে পড়ে। পরে এই ডোমেইন উদ্ধারে উঠেপড়ে লাগে বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। এটি পেতে ভারত ও সিয়েরা লিওন আবেদন করেছিল।

বাংলাদেশের জন্য আইসিএএনএনের স্বীকৃত দুটি ডোমেইনের একটি হলো ডট বাংলা ও আরেকটি হলো ডট বিডি (.বিডি)।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অগ্রদূত অনুষ্ঠান'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃধবার বিকেল ৪টার সংবাদের পর নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত' সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্র বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলো বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।
তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার

খেলাধুলা

ফুটবলে ভিডিও প্রযুক্তি

১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইতালি ফ্রান্সের মধ্যকার প্রীতি ম্যাচে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয় ভিডিও প্রযুক্তি। আর এ ম্যাচে সহকারী ভিডিও রেফারি (VAR) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুই ডাচ ম্যাচ অফিশিয়াল মাকেলি ও ফন বুকেল। প্রথম ম্যাচেই দু'বার মাকেলি ও ফন বুকেলের সাহায্য নেন মূল রেফারি বিয়র্ন কাউপার্স। প্রথমবার নয় সেকেন্ড ও দ্বিতীয়বারে মাত্র সাত সেকেন্ডের মধ্যে কাউপার্সকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন দুই VAR।

আগামী দুই বছরে ইতালি, জার্মানি ও পর্তুগালসহ ছয়টি দেশে পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যাবে ভিডিও রিপ্লে। এর সমর্থকরা আশা করছেন ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে ব্যবহার করা যাবে এ প্রযুক্তি।

কাবাডি বিশ্বকাপ ২০১৬

আয়োজন হচ্ছে ৮ম কাবাডি বিশ্বকাপ সময়কাল: ৭-২২ অক্টোবর ॥ স্থান: আহমেদাবাদ, ভারত ॥ অংশগ্রহণকারী দেশ: ১২টি।

গ্রুপ এ: অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত।

গ্রুপ বি: ইরান, জাপান, কেনিয়া, পাকিস্তান, পোল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র।

নতুন বোলিং কোচ

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন বোলিং কোচ হলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তী কোর্টনি ওয়ালশ। সারা বিশ্বের পেসারদের কাছে খেলোয়াড়ি জীবনে এক রোল মডেল হিসেবে থাকা ওয়ালশ স্থলাভিষিক্ত হন জিম্বাবুয়ের হিথ স্ট্রিকের। এক সময় টেস্টের সর্বোচ্চ ইউকেট শিকারী ওয়ালশ টেস্ট ইতিহাসে ৫০০ উইকেট স্পর্শ করা প্রথম বোলার।

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড সিরিজ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ প্রথমবারের মতো কোনো পূর্ণাঙ্গ ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল।

সময়সূচি

০৭ অক্টোবর: প্রথম ওয়ানডে; মিরপুর
০৯ অক্টোবর: দ্বিতীয় ওয়ানডে; মিরপুর
১২ অক্টোবর: তৃতীয় ওয়ানডে; চট্টগ্রাম
২০-২৪ অক্টোবর: প্রথম টেস্ট; চট্টগ্রাম
২৮ অক্টোবর-০১ নভেম্বর: দ্বিতীয় টেস্ট; মিরপুর

ইংল্যান্ড দল

টেস্ট:

আলিস্টার কুক (অধিনায়ক) মইন আলী জেমস অ্যান্ডারসন হাসিব হামিদ জো রুট গ্যারি ব্যালান্স বেন স্টোকস জনি বেয়ারস্টো ক্রিক ওস আদিল রশিদ স্টুয়ার্ড ব্রড জস বাটলার স্টিভেন ফিন মার্ক উড গ্যারেথ বেটি জাফর আনসারি বেন ডাকেট।

ওয়ানডে:

জস বাটলার (অধিনায়ক) জেসন রয় বেন ডাকেট জেমস ভিন্স স্যাম বিলিংস বেন স্টোকস মইন আলী ক্রিক ওকস ডেভিড উইলি আদিল রশিদ মার্ক উড জনি বেয়ারস্টো লিয়াম ডসন লিয়াম প্লাঙ্কেট জ্যাক বল।

AFC অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল

চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিত হবে ৭ম AFC অনূর্ধ্ব ১৬ নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্ব। প্রতিযোগিতার অংশ নিবে ৮টি দল। এর মধ্যে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ AFC অনূর্ধ্ব-১৬ প্রতিযোগিতার শীর্ষ ৪ দল– উত্তর কোরিয়া, জাপান, চীন ও থাইল্যান্ড সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেও অন্য ৪টি দলকে বাছাইপর্ব পেরিয়ে তা অর্জন করতে হয়। আর এজন্য ২৪টি দল ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ২৭ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে 'সি' গ্রুপে। বাংলাদেশ গ্রুপে অন্য দলগুলো ছিল– ইরান, চাইনিজ তাইপে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর ও কিরগিজস্তান। বাংলাদেশ তার গ্রুপের ৫টি খেলাতেই জয়লাভ করে প্রথমবারের মতো AFC–অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

– চূড়ান্ত পর্বে যোগ্যতা অর্জনকারী অন্য ৩ দেশ- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও লাওস।

বাংলাদেশের খেলাগুলোর ফলাফল

বাংলাদেশ ৩ - ০ ইরান
বাংলাদেশ ৫ - ০ সিঙ্গাপুর
বাংলাদেশ ১০ - ০ কিরগিজস্তান
বাংলাদেশ ৪ - ২ চাইনিজ তাইপে
বাংলাদেশ ৪ - ০ সংযুক্ত আরব আমিরাত

মোট দলীয় গোল: ২৬টি।
সর্বোচ্চ গোলদাতা: কৃষ্ণা রানী; ৮টি।

স্বাস্থ্য কথা

কোন কাজে কতটুকু ক্যালোরি খরচ হয় জানেন কি?

আমরা সবাই জানি যে, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা এবং নাচের ফলে ক্যালোরি পোড়ে। কিন্তু আপনি এটা জেনে অবাক হবেন যে, প্রাত্যহিক সাধারণ কাজগুলো যেমন- বসে থাকা, ঘুমানো, হাঁটা ইত্যাদি কাজেও ক্যালোরি পোড়ে। দৈনন্দিন কোন কাজগুলোতে কত ক্যালোরি খরচ হয় সে বিষয়ে জেনে নিব এই ফিচারে।

১. খাওয়া

১০ মিনিট খাওয়ার ফলে ১৮ ক্যালোরি পোড়ে। তাই ধীরে ধীরে খাওয়া শুধু যে হজমের জন্যই উপকারী তাই নয় এতে ক্যালোরিও খরচ হয়।

২. বসে থাকা

টিভি দেখার সময়, কম্পিউটারে সার্চ দেয়ার সময়, ফেসবুকে চ্যাটিং করার সময় অথ বা বই পড়ার সময় প্রতি ১০ মিনিটে ১১ ক্যালোরি খরচ হয়। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের করা হিসাব অনুযায়ী ১৫৫ পাউন্ড ওজনের একজন মানুষ ৩০ মিনিট টিভি দেখলে ২৮ ক্যালোরি খরচ হয়। একই ওজনের ১ জন মানুষ যদি বসে বসে বই পড়েন, তাহলে প্রতি ৩০ মিনিটে ৫০ ক্যালোরি পুড়বে।

৩. হাঁটা

ঘরের মধ্যে হাঁটলেই প্রতি ১০ মিনিটে ৩৬ ক্যালোরি খরচ হয়। তাই ক্যালোরি পোড়ানোর জন্য কিছুক্ষণ পর পর হাঁটুন।

৪. স্ট্রেচিং

আপনার ডেস্কে বসে এক নাগাড়ে কাজ করার ফাঁকে স্ট্রেচিং করে নিন। এতে শুধু রক্ত সংবহনেরই উন্নতি হবেনা ক্যালোরি পুড়তেও সাহায্য করবে। ১০ মিনিটের স্ট্রেচিং এ ৩০ ক্যালোরি খরচ হয়।

৫. ঘুমানো

হ্যাঁ আপনি জেনে অবাক হবেন হয়তো যে ঘুমালেও ক্যালোরি পোড়ে। একজন মানুষ ১০ মিনিট ঘুমালে তার ১০ ক্যালোরি পোড়ে।

৬. রান্না করা

যদি আপনার ওজন ১৫৫ পাউন্ড হয় এবং আপনি আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করেন রান্না করতে, তাহলে আপনার ৯৩ ক্যালোরি খরচ হবে। যদি আপনার ওজন ১৮৫ পাউন্ড হয় এবং আপনি একই সময় ধরে রান্না করেন তাহলে আপনার ১১১ ক্যালোরি পুড়বে। আপনি যখন খাবার কিনতে যান তখন ও ক্যালোরি পোড়ে। হার্ভার্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫ পাউন্ড ওজনের একজন মানুষ খাবারের দোকানের ট্রলি ব্যবহারের সময় প্রতি ৩০ মিনিটে ১৫৫ ক্যালোরি বা প্রতি ঘন্টায় ৩১০ ক্যালোরি খরচ হয়।

৭. পরিষ্কার করা

গাড়ী ধোয়া বা জানালা পরিষ্কারের মত কাজগুলো করলে ক্যালোরি পুড়তে সাহায্য করে। ১৫৫ পাউন্ড ওজনের একজন মানুষ এই কাজগুলো করলে প্রতি ৩০ মিনিটে ১৬৭ ক্যালোরি খরচ হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্কাউটার জেড এ শামছুল হক স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ স্কাউটার জেড এ শামছুল হক স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মরহুমের দীর্ঘদিনের সহকর্মীবৃন্দ জেড এ শামছুল হক এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আনোয়ারুল আলম, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতিক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আফজাল হোসেন, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ শাজাহান আলী মোল্লা, জাতীয় উপ কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মরতুজা হক, মরহুম জেড এ শামছুল হক এর ছেলে। দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মোঃ ফয়জুল্লাহ, খতিব, শান্তিনগর জামে মসজিদ। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ স্কাউটসের

স্মৃতিচারণ করছেন জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা

জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ঢাকা, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ, স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ উপস্থিত ছিলেন। স্কাউটার জেড এ শামছুল হক ৮৭ বছর বয়সে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

দেশব্যাপী একযোগে পিএস ও শাপলা অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের আয়োজনে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে দেশব্যাপী একযোগে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (পিএস) এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৬৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে একই সাথে সকাল ১০:৩০ মিনিটে পরীক্ষা শুরু করা হয়। প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (পিএস) পরীক্ষা দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর ১৮৯৭ স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (পিএস) পরীক্ষা এবং ২১৫৯ কাব স্কাউট শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। লিখিত পরীক্ষা শেষে সাঁতার এর দক্ষতা বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে জাতীয় সদর দফতর এবং অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। লিখিত ও সাঁতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করা হবে।

কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের সাথে মতবিনিময় সভা

৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের সাথে স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা শামস হল, জাতীয় সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমূল হক নাজু। এছাড়া জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, জাতীয় উপ কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, প্রকল্প পরিচালক (কাব) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের ১০ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

দেশব্যাপী রেজিস্টার্ড-নন রেজিস্টার্ড প্রায় ৪০,০০০ কিন্ডারগার্টেনে ১টি করে কাব স্কাউট দল খোলার বিষয়ে সবাই একযোগে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসোসিয়েশন থেকে দেশের সকল কিন্ডারগার্টেনের ১ জন করে প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিক্ষকগনের তালিকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রশাসনিক ও অন্যান্য চিঠিপত্র ইস্যুর বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে মর্মে আশ্বাস দেয়া হয়।

দেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে একমত পোষণ করেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন-এর ২০তম বার্ষিক কাউন্সিল সভা

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ২০তম বার্ষিক কাউন্সিল সভা ২৯ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিজাম হল, ঢাকা মেট্রেপলিটন স্কাউট ভবন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

কাউন্সিল সভার সূচনা পর্বে জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং স্কাউট পতাকা উত্তোলন করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর কাউন্সিলরগণ, নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, ঢাকা অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এরপর বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে কাউন্সিল সভার শুভ সূচনা করা হয়।

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সুফিয়া খাতুন, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন ও অধ্যক্ষ, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সম্পাদকের বক্তব্য দেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জনাব গৌর চন্দ্র মন্ডল, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ শামীমুল হক, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিগত কাউন্সিল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সকল স্কাউটার উডব্যাজ অর্জন করেছেন, যে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানকে স্মারক শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর কাউন্সিলরগণ, নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, ঢাকা অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শরিয়তপুরে শাপলা ও পিএস মূল্যায়ন পরীক্ষা

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতরের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে কালেক্টরেট কিন্ডার গার্টেন ক্যাম্পাসে জাতীয় পর্যায়ের শাপলা ও পিএস মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৮৮ জন এবং প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৩৪জনসহ মোট ১২২ জন উপস্থিত ছিল। মূল্যায়নকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা রেলওয়ে জেলার সম্পাদক জনাব মোঃ নাজমূল হক টিটু এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, চাঁদপুর জেলার স্কাউটার মোঃ শফিউল আলম।

৩৭৫তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলা এর ব্যবস্থাপনায় ০৬-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৩৭৫তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স জাজিরা মোহর আলী পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবদুল কাদের। কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার সঞ্জিব চন্দ্র কর্মকার, এএলটি। কোর্স লিডারকে ৯ জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক সহায়তা করেন। কোর্সের শিডিউল অনুযায়ী কোর্স পরিচালিত হয়। কোর্সটির বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মহাতাবু মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে বেসিক কোর্সের ৫টি উপদলের ৭টি আইটেম উপস্থাপন করা হয়।

৫৫০তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, সদরপুর উপজেলা এর ব্যবস্থাপনায় ২৭-৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫৫০ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স কাজী জেবুননেছা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদরপুর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ স্কাউটস, সদরপুর উপজেলা জনাব কাজী মো: শফিকুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সদরপুর উপজেলার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব রোকসানা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো: আবুবকর ছিদ্দিক, জেলা সম্পাদক জনাব মোসলেউদ্দীন আহমেদ। কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মো: শাহাবুদ্দীন এএলটি, তাকে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকমন্ডলী সহায়তা করেন।

৫৫১তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, কালকিনি উপজেলা এর ব্যবস্থাপনায় গত ০১-০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫৫১ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স কালকিনি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালকিনি উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোষক , বাংলাদেশ স্কাউটস, কালকিনি উপজেলা জনাব শাহীন আলম, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কালকিনি উপজেলার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শাম্মী আক্তার। কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মো: এহতেশামুর রহমান ভূইয়া, এএলটি অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকমন্ডলী তাকে সহায়তা করেন। কোর্সটি পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম।

৫৫২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পরিচালনায় ৫৫২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স ২২-২৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে স্বর্নকলি উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪০ জন এবং কোর্স স্টাফ ছিল ১০ জন। কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মোঃ শাহাবুদ্দীন, এএলটি। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিধি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, গোপালগঞ্জ জেলার সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক, স্বর্নকলি উচ্চ বিদ্যালয় জনাব মোঃ মাহে আলম উপস্থিত ছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে কোর্স পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার(এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমূল হক নাজু, নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, আঞ্চলিক পরিচালক কে এম সাইদুজ্জামান সহ আরো অনেকে। কোর্স সম্পর্কে প্রধান জাতীয় কমিশনার বলেন- প্রশিক্ষনার্থীদের দেখে মনে হচ্ছে আগামি দিনের একঝাক উদীয়মান স্কাউটার তৈরি হচ্ছে।

খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, ফরিদপুর জোন, বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটরা আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত

– দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী

মঞ্চে উপবিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য কমকর্তাবৃন্দ

স্কাউটরা আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত থেকে যেকোন দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি স্কাউটরাও কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য কিভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়, সেটা নতুন স্কউটদের জানতে হবে। জানার জন্যই স্কাউটিং। গত ১ সেপ্টেম্বর, আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষ কেন্দ্র, গোলাপগঞ্জ, সিলেটে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্সে সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী। বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়ালে উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মোঃ শাহ কামাল, আঞ্চলিক মুবিন আহমদ জায়গীরদার, ত্রাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহমদ, ইউএনডি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেসফোর্ড।

মৌলভীবাজার জেলা ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আওতাধীন মৌলভীবাজার জেলা স্কাউটসের ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা সম্পন্ন হয়েছে। ০১ অক্টোবর, মৌলভীবাজার জেলা ক্লাব ভবনের অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কাউটসের সহ-সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাবিক) মাসুকুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব আখতারুজ জামান খান কবির। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কাউট অনুরাগী ও মৌলভীবাজার পৌরসভার মেয়র মোঃ ফজলুর রহমান, প্রবীণ স্কাউটার ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের বর্তমান কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, মৌলভীবাজার জেলা স্কাউটসের সাবেক কমিশনার নেছার আহমদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের প্রাক্তন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার এ, এম ইয়াহিয়া মুজাহিদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক (কাব) মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

স্কাউটিং ত্যাগ ও মানবতার শিক্ষাদানে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন

– সিকৃবি রেজিস্ট্রার

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েব বলেছেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে ত্যাগ স্বীকারে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে ত্যাগ স্বীকার করলে কোন বাধাই সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। স্কাউটিং এর মূলনীতি ও আদর্শকে ধারণ করতে পারলে দেশ সুনাগরিকে সমৃদ্ধ হবে। দৈহিক, মানসিক, মেধার বিকাশ সর্বোপরি একজন দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কাউট সর্বজনস্বীকৃত এক আন্দোলন। মানুষের সেবা ও সহযোগিতা করার জন্য স্কাউটরা সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

তিনি বলেন, স্কাউটিং ত্যাগ ও মানবতার শিক্ষাদানে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন। প্রচলিত পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা হিসেবে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকলে শিক্ষাজীবনে আনন্দ লাভ করা যায়। পাশাপাশি দেশপ্রেম, সুচরিত্র গঠন ও মানবসেবার মত মহৎ গুণাবলি অর্জনে এবং বর্তমান সময়ের জন্য এ কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীদের এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।

২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন্দে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত কোর্স অন ডিজাস্টার রেসপন্স কর্মসূচীর আওতায় পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন। সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব উনুচিং মারমা কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিলেট জেলা

সিলেট জেলার ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল

বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট জেলা ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিলে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৩ আগস্ট, ২০১৬ স্টেডিয়াম পূর্ব গেইটস্থ স্কাউট ভবনে আয়োজিত কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শহীদ মোহাম্মদ সাইদুল হক। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা কমিশনার জনাব রমজান আলী। বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের উপ-কমিশনার, অধ্যক্ষ মাজেদ আহমদ চঞ্চল, গোলাপগঞ্জ উপজেলা কমিশনার জনাব মনসুর আহমদ চৌধুরী। কাউন্সিলে সিলেট জেলার ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্কাউট স্বজনদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। জেলা স্কাউটস সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন এবং জেলা স্কাউটস কোষাধ্যক্ষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সভাকে অবহিত করেন। কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট জেলার নির্বাহী কমিটি ৫ জন সহ-সভাপতি, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচন এবং ১ জন কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিতরা হচ্ছেন- গোলাপগঞ্জ এমসি একাডেমী মডেল স্কুল ও কলেজের প্রিন্সিপাল মনসুর আহমদ চৌধুরী, হযরত শাহপরান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খছরুজ্জামান তাপাদার, কোম্পানীগঞ্জ পাড়ুয়া আনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রিন্সিপাল মো. আব্দুল মালিক, কানাইঘাটের বীরদল এনএম একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মো. জার উলাহ ও বিয়ানীবাজারের পূর্ব মুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালেদ আহমদ। কোষাধ্যক্ষ পদে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়া উদ্দিন আহাম্মদ। সম্পাদক পদে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক মো. এমদাদুল হক সিদ্দিকী, যুগ্ম সম্পাদক পদে জকিগঞ্জের আটগ্রাম ইন্টা: কিন্ডার গার্টেনের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ নির্বাচিত হয়েছেন। কমিশনার পদে ফেঞ্চুগঞ্জ ফরিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ময়ূব আলীর নাম সুপারিশ করা হয়।

আঞ্চলিক ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর "ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং" বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে ৯০ জন লিডার অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের সভাপতিত্বে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আবু হান্নান, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) , বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল।

ওয়ার্কশপে ইমেজ অ্যান্ড ব্রান্ডিং, স্কাউটিং গ্রোথ, স্কাউটিং এর গ্রোথ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, স্কাউটিংয়ের গুনগত মানবৃদ্ধির কৌশল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। জনসংযোগ কি?, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ,কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস।

ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া, ট্রাডিশনাল মিডিয়া চ্যানেল, স্কাউটিং কার্যক্রমে ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া কিভাবে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। এর গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও গ্রুপ কিভাবে বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে স্কাউটিংয়ের ইমেজ আরো বৃদ্ধি করতে পারে এ বিষয়ে সুপারিশ করে।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা

ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার গেরদা ইউনিয়নে ২০ আগস্ট টর্নেডো আক্রমন করে। প্রায় ১০০০ পরিবার টর্নেডোতে আক্রান্ত হয়। টর্নেডোতে পরিবারগুলোর ঘর বাড়ী, গাছ পালা, ক্ষেতের ফসলাদি উড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ শাহ কামাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মো: মোহসীন। ত্রাণ বিতরণ কাজে বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম ও বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব জহুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৫ জন রোভার সহায়তা প্রদান করেন।

মৌচাক মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের বার্ষিক ক্যাম্প ও দীক্ষা

বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভার এর আওতাধীন মৌচাক মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের বার্ষিক তাঁবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান ১১ থেকে ১২ অক্টোবর, ২০১৬ বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আরশাদুল মোকাদ্দিস এলটি, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রধান উপদেষ্টা মৌচাক মুক্ত স্কাউটস গ্রুপ, বিশেষ স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরিফুল ইসলাম (উডব্যাজার), ডি,আর,সি, উন্নয়ন ও ভূ-সম্পত্তি, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, উদ্বোধক জনাব হাজী মোঃ শাহাবুদ্দিন এএলটি, প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রুপ সম্পাদক মৌচাক মুক্ত স্কাউটস গ্রুপ এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব হাজী মোঃ ওসমান গনি, সভাপতি, মৌচাক মুক্ত স্কাউট গ্রুপ। ক্যাম্প ও অনুষ্ঠানে ৪৭ জন রোভার ও গার্ল ইন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ি সাজানো হয় প্রোগ্রাম। অংশগ্রহণকারী সকলের মেধাবিকাশ, ব্যক্তিত্বসহ স্কাউটের সকল কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে ছিল নতুন রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটদের দীক্ষা প্রদান। উক্ত প্রাগ্রামের আলোকে দীক্ষা গ্রহনকারী সকলকে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভিজিল করানো হয়।

দীক্ষা প্রদানের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর নতুন মোট ০৭ জনকে দীক্ষা প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ কামাল হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, গাজীপুর জেলা

ঢাবি রোভার স্কাউটের তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ গত ৪-৬ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে টিএসসি প্রাঙ্গণে বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ৪ আগস্ট মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ও গ্রুপ সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিন দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানে ৬৫ জন রোভার সহচর অংশগ্রহণ করে এবং তাঁবুতে রাত্রিযাপন করে।

অংশগ্রহণকারীরা ফান্ডামেন্টালস অফ স্কাউটিং, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন, পিআরএস, রোভার প্রোগ্রাম, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, সন্ত্রাস নিরসনে স্কাউটিং ও যুবসমাজের ভূমিকা-বিষয়ক তত্ত্বীয় সেশন এবং হাইকিং, পাইওনিয়ারিং, ফার্স্ট এইড, কোড এন্ড সাইফার, কিমস গেমস-বিষয়ক ব্যবহারিক সেশনে অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি তারা স্কাউট ওন ও তাঁবু জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং রাত্রি জেগে ভিজিল(আত্মশুদ্ধি) পালন করে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন। শেষ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে সমাপনী ও দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানে গ্রুপ উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ রমজুল হক রোভার সহচরদের দীক্ষা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব, গ্রুপ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, রোভার স্কাউট লিডার জনাব মাহমুদুর রহমান এবং ড. ফাতিমা আক্তার।

গ্রুপ সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্মিক, মানসিক ও বাস্তবিক উন্নয়নে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম হিসেবে রোভারিংয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রোভার সহচররা এ দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

নোয়াখালী সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের ডে-ক্যাম্প

“এসো সেবার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করি” এই স্লোগান সামনে রেখে ২০ আগস্ট, ২০১৬ নোয়াখালী সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত হল ডে-ক্যাম্প ২০১৬।

সিনিয়র রোভার মেট মোঃ ইমাম উদ্দীন চৌধুরী ফারহানের সঞ্চালনায় ও রোভার লিডার মোঃ আবুল বাশারের সভাপতিত্বে উক্ত ডে-ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলে প্রফেসর আল হেলাল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, অধ্যক্ষ নোয়াখালী সরকারি কলেজ ও কমিশনার

বাংলাদেশ স্কাউটস নোয়াখালী জেলা রোভার। বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন এ.কে. এম সেলিম চৌধুরী সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, আবদুল জলিল সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস নোয়াখালী জেলা রোভার, আহম্মদ হোসেন ধনু যুগ্ন সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস নোয়াখালী জেলা রোভার।

ডে-ক্যাম্পে স্কাউটিং এর আদর্শ, উদ্দেশ্য, চরিত্র গঠনের বিষয় নিয়ে আলচনা করা হয়। ডে-ক্যাম্পে রোভার গার্ল-ইন রোভারসহ মোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্প শেষে বৃক্ষরোপন কর্মসুচি পালন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ নাজমুল হাছান
সিনিয়র রোভারমেট, ফেনী জেলা প্রতিনিধি

নওগাঁ জেলায় রোভার স্কাউটদের ইন্টারনেট জাম্বুরী

নওগাঁ জেলা রোভারের আয়োজনে ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ অক্টোবর সকাল ৯টায় জাহাঙ্গীপুর সরকারি কলেজে ৫৯তম জোটা ও ২০তম জোটি অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মো. আব্দুল মজিদ এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা রোভার নেতা এবং অনুষ্ঠানের স্টেশন মাস্টার মামুনর রশিদ, কোষাধ্যক্ষ মো. নাসিম আলম, রোভার নেতা আব্দুল মান্নান, রোভার নেতা জান্নাতুল ফেরদৌসি, রোভার নেতা মো. মুস্তাফিজার রহমান, নওগাঁ জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মো. আরমান হোসেনসহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জোটা-জাম্বুরী অন দ্যা এয়ার; জোটি-জাম্বুরী অন দ্যা ইন্টারনেট। বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেকটি জেলা, উপজেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে এই জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের সকল স্কাউট অন্তর্ভুক্ত সব দেশেই এই জাম্বুরী পালিত হচ্ছে। সকাল এবং দুপুরে দুইটি শিফটে অনুষ্ঠিত জাম্বুরীতে নওগাঁ জেলা রোভারের বিভিন্ন কলেজ হতে ১২৫ জন রোভার ও গার্ল ইন রোভার সদস্য অংশগ্রহন করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, নওগাঁ জেলা

বগুড়ায় জোটাজোটি ২০১৬

বগুড়ায় শেষ হলো বগুড়া জেলা রোভার এবং বগুড়া জেলা স্কাউট আয়োজিত অনলাইন জাম্বুরি ৫৯তম জোটা (জয়েন অন দ্যা এয়ার) ২০তম জোটি (জয়েন অন দ্যা ইন্টারনেট)। শেষ দিনে আজ সকাল ৮টায় বগুড়া জিলা স্কুলে ফ্লাগ প্যারেডের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমজান আলী বগুড়া জেলা স্কাউট পতাকা উত্তোলন করেন এবং মূল্যায়ন বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা রোভারের সম্পাদক আব্দুস ছামাদ, আরএসএল হারুনুর রশিদ, আরএসএল গাজিউর রহমান, বগুড়া জেলা স্কাউট লিডার ও স্টেশন অপারেটর হাফিজুর রহমান। ফ্লাগ প্যারেড পরিচালনা করেন সরকারি আজিজুল হক কলেজ রোভার স্কাউট-এর সিনিয়র রোভার মেট সিজুল ইসলাম। জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত পরিবেশনের পর শেষ দিনে প্রথম শিফট শুরু হয় বগুড়া জিলা স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে। দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহনকারীরা ইন্ট্যারন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশনে নিজেদের অ্যাকাউন্ট খোলে, নির্দিষ্ট লিংকে গিয়ে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, নরওয়ে, জার্মানি, ডেনমার্ক, জাপান, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রত্যেকে ৫টি করে জেআইডি পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে এবং অনলাইন থেকে নিজেদের তথ্য প্রদান করে অনলাইন সার্টিফিকেট অর্জন করে। এরপর তাঁরা ভিডিও কনফারেন্সে স্প্যানিশ, রংপুর এবং দিনাজপুরের স্কাউট সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে। পরে অংশগ্রহনকারীদের অনলাইন জাম্বুরি জোটাজোটি ২০১৬ এর ব্যাজ পরিধান করে দেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আঞ্চলিক সহকারী পরিচালক (বগুড়া-নাটোর) মোঃ সৈকত হোসেন এবং বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন। দুইদিন ৪টি শিফটে মোট কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন রোভার, গার্ল-ইন রোভার ও স্কুলগুলো থেকে ১৫০ জন বয় স্কাউট এবং গার্ল-ইন স্কাউট অংশগ্রহণ করছে। সেশন পরিচালনা করছেন জেলা স্কাউট লিডার হাফিজুর রহমান এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন রোভার নাফিউ জাহিদ শৈশব এবং রোভার শাহরিয়ার কবির (প্রেসিডেন্ট স্কাউট)। সন্ধ্যা ৬:১০ থেকে ৭:০০ টা পর্যন্ত বগুড়ার কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রেডিও মুক্তি ৯৯:২ এফএম থেকে "জয়েন অন দ্যা ইয়ার" এ অংশ নেয় সরকারি আজিজুল হক কলেজ রোভার গ্রুপের এসআরএম সিজুল ইসলাম, রায়হান উদ্দিন এবং গার্ল-ইন রোভার ইয়াসমিন শিখা।

■ খবর প্রেরক: সিজুল ইসলাম
বগুড়া জেলা রোভার

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দপ্তর এর পরিচালনায় ও UNDP এর অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা রোভার এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২২-২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লায় "দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ফেনী জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২৪ জন রোভার স্কাউট, ৮ জন গার্লস ইন রোভার স্কাউট, ৪ জন রোভার স্কাউট লিডার, ২ জন স্কাউট লিডার, ২ জন কাব স্কাউট লিডারসহ সর্বমোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করে। উক্ত কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব ফারুখ আহম্মেদ, এএলটি, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিলা অঞ্চল। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মোঃ আবু তাহের, সম্পাদক, কুমিলা জেলা রোভার, মোঃ আক্তারুজ্জামান, এএলটি, কোষাদক্ষ, চাঁদপুর জেলা রোভার, জয়নাল আবেদিন, সম্পাদক, ফেনী জেলা রোভার, মোঃ

আফরোজ সরকার, সহকারী কমিশনার, ঢাকা জেলা রোভার, মোঃ কায়েস PRS, জেলা রোভার স্কাউট লিডার, ঢাকা জেলা রোভার, এস এম হাবিব উলাহ হিরু PRS, মোঃ আমির হোসাইন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা দূর্যোগ এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা লাভ করে।

■ খবর প্রেরক: তন্ময় রায়
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

পাবনা জেলা রোভার ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল

বাংলাদেশ স্কাউটস পাবনা জেলা রোভারের সভাপতি এবং পাবনা জেলা প্রশাসক জনাব রেখা রানী বালো এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অধ্যক্ষবৃন্দ, আরএসএলবৃন্দ এবং রোভারসহ প্রায় ৮৪ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কাউন্সিল সভা আগামী ৩ বছরেরর জন্য কমিটি নির্বাচিত হয়। শহীদ এম মনসুর আলী কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব মো. শরাফ আলী কমিশনার এবং সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. বেলাল হোসেন সম্পাদক নির্বাচিত হয়। কাউন্সিল সভায় বিগত তিন বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন এবং আয় ব্যয় উপস্থাপিত হয়। বিগত বছর সমুহের কার্যক্রমে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি জনাব আমিনুল ইসলাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আই. সি.টি জনাব মাহমুদা আখতারসহ অন্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মহোদয় ইছামতি নদী উদ্ধার করে নদীর প্রবাহ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ শরিফুল ইসলাম
অগ্রদূত সংবাদদাতা, পাবনা জেলা

রোভার স্কাউটদের ক্রাইম প্রিভেনশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ও দিনাজপুর জেলা পুলিশের পরিচালনায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিরল কাঞ্চন নিউ মডেল কলেজে ক্রাইম প্রিভেনশন বিষয়ক দক্ষতা অর্জন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার-এর পক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিরল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাপস কুমার পন্ডিত। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা রোভার কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুদ্দিন আখতার, বিরল থানা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ ইমতিয়াজ কবীর, জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, সহকারী কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনোয়ারুল কাদির জুয়েল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোজাহার আলী, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ হাসান আলী প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম, স্কাউটার শরিফুল ইসলাম, স্কাউটার মামনু অর রশিদ, স্কাউটার আব্দুল মতিন প্রমুখ। কোর্সে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, সিলেট প্রভৃতি জেলাসমূহের মোট ১৫৪ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেছে। এ কোর্সের মাধ্যমে তারা অপরাধ, অপরাধের প্রকার, সংঘটনের কারণ ও প্রতিকার, অপরাধ দমনে জনগণকে সচেতন করা ও পুলিশকে সহযোগিতা করা, পুলিশ বাহিনীর র‍্যাংক বাংলাদেশ পুলিশের প্রশাসনিক, সাংগঠনিক কাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
রোভার স্কাউট, দিনাজপুর

৬ষ্ঠ রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স

দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজন ও ব্যাবস্থাপনায় এবং রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ৬ষ্ঠ দিনাজপুর জেলা রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স কাঞ্চন নিউ মডেল কলেজ, বিরোল দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভারের সভাপতি জনাব মীর খায়রুল আলম, জেলা প্রশাসক দিনাজপুর।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সাইফুদ্দিন আখতার, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভার অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আনোয়ারুল কাদির জুয়েল সহঃ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), অধ্যক্ষ মোঃ জালাল উদ্দিন অধ্যক্ষ, কারেন্ট হাট কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আরএসএলবৃন্দ।

কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন প্রধান স্কাউট ব্যাক্তিত্ব প্রফেসর সন্তোষ কুমার চৌধুরি লিডার ট্রেনার বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল ও সহ সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন স্কাউটার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সহকারি লিডার ট্রেনার বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, স্কাউটার মোঃ হাসান আলী, যুগ্ম-সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভার, স্কাউটার মোঃ রফিকুল ইসলাম স্কীল কোর্স সম্পন্নকারী। কোর্সের সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চন নিউ মডেল কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মাহাবুবুর রহমান। উক্ত কোর্সে দিনাজপুর জেলাসহ রংপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, কুষ্টিয়া জেলার বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ৪৮ জন শিক্ষক রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্সে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে অংশগ্রহন করেন।

কোর্সটির সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন দিনাজপুর জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব জহুরুল হক উডব্যাজার, বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি রংপুর বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল কোর্সে সার্বক্ষণিক সহায়তায় ছিলেন রোভার দেলওয়ার হোসেন, রোভার সুদিপ্তরায়, রোভার মামুন, রোভার মেহেনাজ খাতুন, রোভার মিঠুন রায় প্রমুখ।

চট্টগ্রাম জেলা ১০ম নৌরোভার মেট কোর্স

চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস নৌঅঞ্চলের সহযোগিতায় গত ০৩ হতে ০৬ আগষ্ট ২০১৬ নাবিক কলোনী-২, নিউমুরিং, চট্টগ্রামে ১০ম নৌরোভার মেট কোর্স সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে রোভাররা হয়ে ওঠে দক্ষ ও চৌকষ। এ মেট কোর্সে রোভারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্লাস পদ্ধতি তথা মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ব্যবহার করা হয়। এ কোর্সে রোভার স্কাউটরা উপদল পদ্ধতি, ক্রু মিটিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনাল, প্রাকৃতিক দূর্যোগে করণীয়, নেতৃত্ব

বিকাশে রোভার মেটদের ভূমিকাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করে। উক্ত মেট কোর্সে ২০ জন নৌরোভার এবং ১২ জন গার্ল-ইন- নৌ স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

গত ৬ আগষ্ট ২০১৬ মেট কোর্সের সমাপনী এবং ২০১৪ সালের এস.এস.সি ও জে.এস. সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত কৃতি স্কাউটদের মধ্যে মেডেল এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বিকাল ০৪.৩০ মিনিটে নৌ পরিবার শিশু নিকেতন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌজা ঈসা খান এর অধিনায়ক এবং চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের কমিশনার কমডোর শেখ মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ(জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। তিনি ২০১৪ সালের এস.এস.সি ও জে.এস.সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত কৃতি স্কাউটদের মধ্যে মেডেল এবং পুরস্কার প্রদানসহ ২০১৪ সালের বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত লিডারদের মধ্যে সনদ ও মেডেল প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি স্কাউটের বিভিন্ন শাখায় সদ্য উডব্যাজ প্রাপ্ত ইউনিট লিডারদেরকে উডব্যাজ স্কার্ফ পরিয়ে দেন এবং তাঁদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রোভার স্কাউটদেরকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ জ্ঞান এবং সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরেকে নেতৃত্ব দানে প্রস্তুত হতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউট আন্দোলনের মত মহৎ শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।"

উক্ত মেট কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আসাদুল ইসলাম উডব্যাজার। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ইঃ কমান্ডার সাজেদুল করিম উডব্যাজার, মোঃ মশিউর রহমান এএলটি, মোহাম্মদ মুছা উডব্যাজার, মোহাম্মদ মাহবুব খান উডব্যাজার, শিমূল শীল উডব্যাজার, রিয়াজুন নবী রাহী উডব্যাজার, শাম্মী আকতার উডব্যাজার, জয়দেব দাশ (স্কীল কোর্স সম্পন্ন) এবং মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মামুন।

নৌ অঞ্চল : বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নৌস্কাউটসের আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ আগষ্ট ২০১৬ সকাল ১১:৩০ মিনিটে নৌসদর দপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও কমিশনার নৌস্কাউটস রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের অগ্রগতি, অঞ্চল ও জেলা নৌস্কাউটস কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রোগ্রাম উপস্থাপন, জেলা নৌস্কাউটস সমূহের জন্য তাঁবু সরবরাহ, নৌস্কাউটসের গঠনতন্ত্র ও উপবিধি এবং জেলা নৌস্কাউটসের জন্য বার্ষিক বরাদ্ধ বৃদ্ধিকরণসহ বিবিধ বিষয়।

পরিশেষে সভায় নৌস্কাউটসের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নৌ অঞ্চলের সকল জেলার কমিশনার, জেলা সচিব, জেলা নৌস্কাউট লিডার, জেলা নৌ রোভার স্কাউট লিডার, এবং কাব স্কাউট লিডারসহ মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করে।

জেলা নৌ স্কাউটসের ডে ক্যাম্প ও দীক্ষাদান

চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ০২ এবং ০৩ আগষ্ট ২০১৬ নৌ রোভারদের ডে ক্যাম্প ও রোভার সহচরদের দীক্ষাদান নাবিক কলোনী-২, নিউমুরিং, চট্টগ্রামে সম্পন্ন হয়। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বে ০২ আগষ্ট প্রতিটি রোভার আত্মশুদ্ধি লাভ করে। দীক্ষাদান অনুষ্ঠান রোভার স্কাউটদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যা তার জীবনের প্রতিটি মুর্হুতে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। রোভাররা লেখাপড়ার পাশাপাশি রোভারিং করে নিজেরা আত্মোন্নয়নও মানবসেবায় নিয়োজিত থাকে।

উক্ত দীক্ষাদান অনুষ্ঠান ও ডে ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের সচিব ইঃ কমান্ডার সাজেদুল করিম, (ট্যাজ), বিএন। ডে ক্যাম্পে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের ৩০ জন নৌ রোভার এবং গার্ল-ইন- নৌস্কাউট অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: **মোহাম্মদ মাহবুব খান**
জেলা নৌ স্কাউট লিডার
কক্সবাজার জেলা নৌস্কাউটস

অনুভা ইসলাম
ভূঞাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

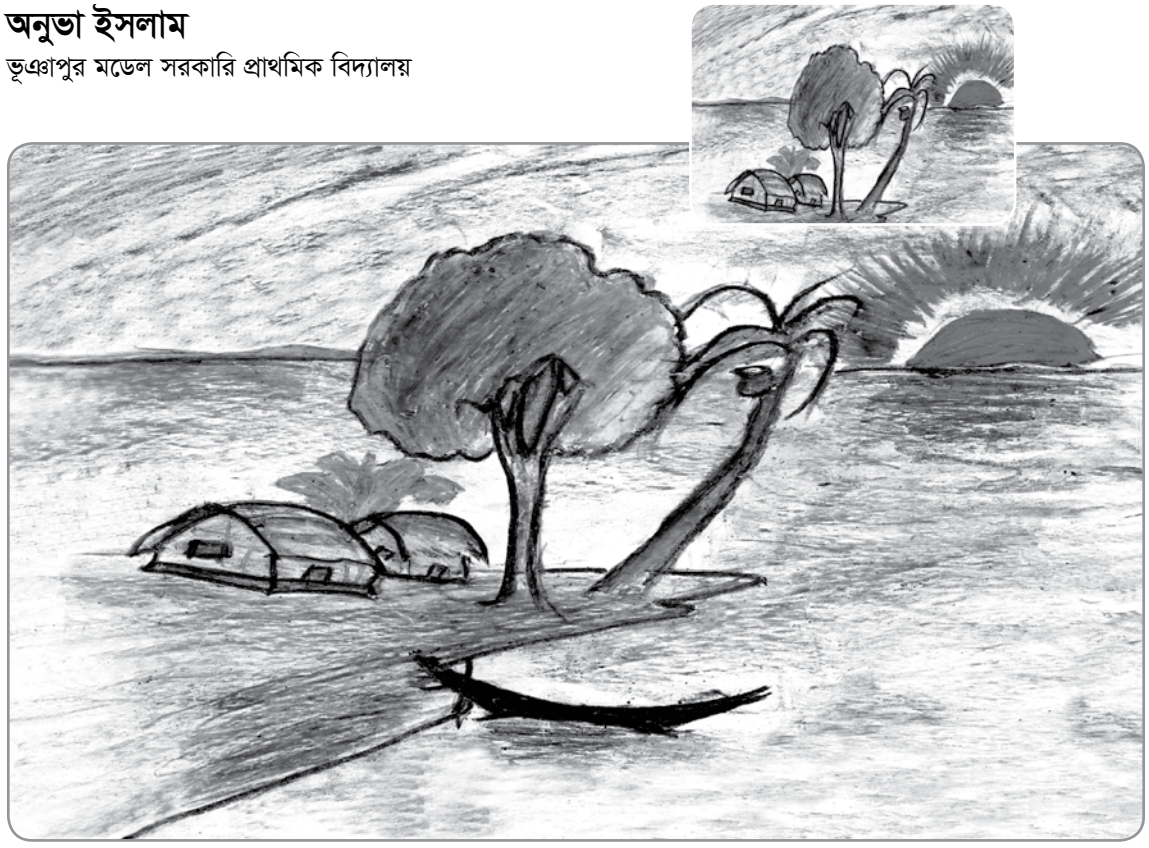

সামিয়া আলম
উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা

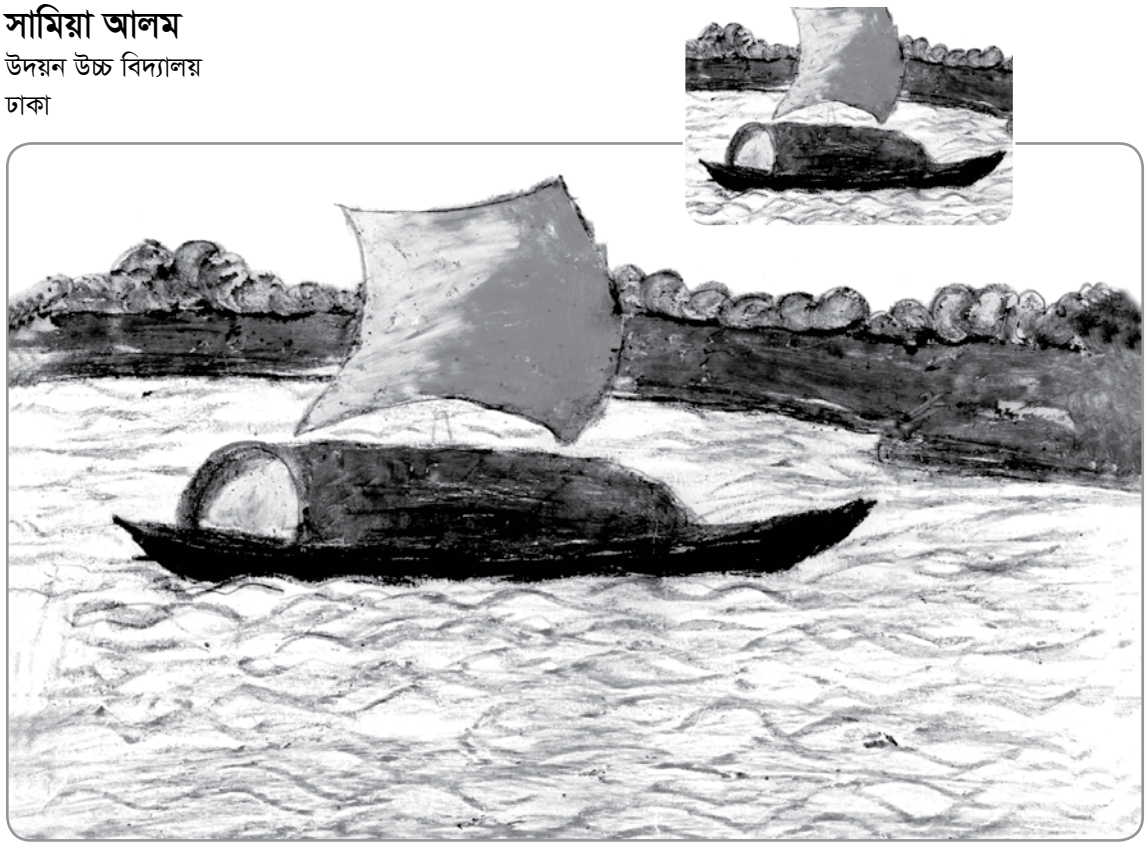

SREDA
Sustainable and Renewable Energy Development Authority

সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২২ মে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) গঠন করেছে।

ভিশন

স্রেডা টেকসই জ্বালানিকে উন্নত করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে একটি জ্বালানি সচেতন জাতি গড়বে।

মিশন

১. জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর জোর দেওয়া
২. জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া
৩. নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির জন্য ক্রমাগত অনুসন্ধান করা

১। বিদ্যুৎ সাশ্রয়, আগামীর সঞ্চয়
২। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে, লাভ হবে দুই যুগ ধরে
৩। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্র কিনব, বিদ্যুৎ বিল বাঁচাব
৪। অপ্রয়োজনীয় বাতি বন্ধ করি,
বিদ্যুত সমৃদ্ধ দেশ গড়ি
৫। বন্ধ রাখলে অপ্রয়োজনীয় বাতি,
লাভবান হবে দেশ ও জাতি
৬। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ভবন, গড়বে সবুজ ভূবন
৭। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, দূষণমুক্ত আগামী
৮। জ্বালানির সাশ্রয়,ভবিষ্যৎ নির্ভয়

সাশ্রয়ে জ্বালানি সমৃদ্ধ আগামী

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
Sustainable and Renewable Energy Development Authority
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

IEB Bhaban (10th Floor), Ramna, Dhaka 1000 www.sreda.gov.bd /sreda.bd

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, 60th Year, 10th Issue, October-2016

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578